ভাব-বল্লী।

শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহ

২শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

বিজ্ঞাপন

পাঠ্যপুস্তক-নির্দ্ধারণে সংসৃষ্ট কোনও সুপণ্ডিত অনুগ্রাহক মৎপ্রণী৹ একখানি গ্রন্থপাঠে প্রীত হইয়া মধ্যবাঙ্গালাছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠো-পযোগী মৌলিক পদ্যগ্রন্থের অভাব দূর করিতে আমাকে প্রোৎসাহিত করেন। নিজকে ঐ গুরুতর কার্য্যে অসমর্থ জানিয়াও, বৎসরাধিক কাল যাবৎ, তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত উপদেশ অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। বিষয়, ভাব ও ভাষা লক্ষ্যের অনুরূপ করিতে যত্নের ত্রুটি হয় নাই। চাতকশীর্ষক কবিতা দুইটি ইংলণ্ডীয় কবি সেলি ও ওয়াডস্‌ওয়ার্থের অনুবাদ; অপরগুলি সমস্তই কল্পনাসম্ভূত। জ্ঞানপিপাসা, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, সৎকর্ম্ম-প্রীতি, ভক্তি, দয়া, ও অন্যবিধ সদ্ভাবের উদ্দীপনা; নীতি, জ্ঞান ও ভাষাশিক্ষা; এবং ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির পরিচালনার দিকে প্রতিপদেই দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। স্থানে স্থানে ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা এবং দুরূহস্থলে অর্থাবগতির অভিপ্রায়ে টীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সদাশয় ব্যক্তির উপদেশ ও উৎসাহবাক্য ভাববল্লীর বীজস্বরূপ, তিনি দয়া করিয়া ইহার কয়েক ফর্ম্মা দেখিয়া দেয়া কর্ত্তব্যোপদেশদ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, বিনীতনমস্কার সহকারে তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পাঠ্যনির্দ্ধারণসভার অপর একজন পণ্ডিত সভ্য এই গ্রন্থের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ এবং ইহার প্রণয়নসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

উজ্জ্বলরত্নস্বরূপ এই দুই মহাশয় ব্যক্তির নিকট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

"আ পরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।"

৩রা জুন, ১৮৯২। } শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহ।

নূতন সংস্করণ।

ভাষা ও ভাবের কাঠিন্য পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে, এবারে কতকগুলি প্রবন্ধ পরিত্যাগ, কতকগুলির পরিবর্ত্তন, এবং কয়েকটি নূতন প্রবন্ধের সন্নিবেশ করা হইল। পণ্ডিতবর শ্রীযুত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় উদারতাগুণে ভাববল্লী পাঠ করিয়া এবং ইহার উৎকর্ষবিধানপক্ষে উপদেশ প্রদান করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতার ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল কৃতী পুরুষ ভাববল্লীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপন করিতেছি, ইতি।

ফাল্গুন, ১৩০২।

শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহ।

কলিকাতা।

মূলগ্রন্থের সূচী।

ভাব-বল্লী।

অযোধ্যা।

এই কি অযোধ্যাপুরী অমর-নগর রে,
ভুবন-পূজিত পুণ্যধাম,
করিলা জনমক্ষেত্র গুণের সাগর রে,
যারে লোক-অভিরাম রাম?
এই বটে উত্তর কোশলরাজা, যার রে,
ব্যাপ্ত ধরা যশের সুবাসে,
সুরসখ*, দৈত্যজয়ী বদান্য উদার রে
নৃপকুল দীপ্ত কীর্ত্তিভাসে†।

---

* তৎপুরুষে রাজন্, অহন্ ও সখি শব্দের উত্তর টচ্ হয়।
(যথা, মহারাজ, পুণ্যাহ, বায়ুসখ)।

† যাহার নরপতিসমূহ সৎকর্ম্ম-যশঃ-প্রভায় উজ্জ্বল। ভাস্—[illegible]।

কোথায় প্রাসাদরাজি কোথা বা উদ্যান রে,
যাগক্ষেত্র, আস্থানমণ্ডপ ?
ভূচর খেচর কেহ না জানে সন্ধান রে,
মূক ধরা, নীরব পাদপ।
ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা দাতা, বীর পুরঞ্জয় রে,
বিদিত ককুৎস্থ খ্যাতি যার,
জনমিল বীরকুল তপন-অন্বয় রে
কোথা—মম সাধ দেখিবার।
অশ্বমেধ দিলীপ করিলা কোন্ ঠাঁই রে,
হয়হারী বৃত্রহার * সনে
যাহে যুঝি রঘুবীর, শুনিবারে পাই রে,
অদ্ধজয়ী হয়েছিলা রণে ? †
কোথা ক'রেছিল রঘু সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ রে,
বিশ্বজিত ‡ যাগ অনুষ্ঠান ?
নারদের বীণা-ভ্রষ্ট মাল্যে সংজ্ঞাহীন রে,
ইন্দুমতী ¶ তেয়াগিল প্রাণ ?

* যিনি বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইন্দ্র। বৃত্রহন্ শব্দ। ব্রহ্মন্, ভ্রূণ, ও বৃত্র শব্দের পর হন্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ হয়।

† দিলীপকর্ত্তৃক একোনশত ক্রতু অনুষ্ঠানের পর, ইন্দ্র, ভীত হইয়া, তাঁহার যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করেন। ইন্দ্রের সহিত অশ্বরক্ষক রঘুর তুমুল যুদ্ধ হইলে, ইন্দ্র তদীয় বীর্য্যে তুষ্ট হইয়া দিলীপকে শত-ক্রতুত্বের ফলপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

‡ বিশ্বজিৎ।

¶ পতির সহিত উদ্যানবিহারার্থ সমাগতা অজমহিষী। এই সময়ে নারদ, শিবারাধনমানসে, বীণাহস্তে আকাশপথে যাইতেছিলেন।

অযোধ্যা।

ঋষ্যশৃঙ্গে আনি কোথা অজের নন্দন রে,
পুত্রেষ্টি করিলা সম্পাদন?
কোথা বাস ক্ষত্রকুল কৈল দরশন রে,
নিষণ্ণ কোথা বা ঋষিজন?
কোথা সে সূতিকালয় রামের আভায় রে
হইলেক উজল পাবন?
ভরত, সৌমিত্রিযুগ্ম জন্মিল কোথায় রে?
করিব দর্শন পরশন।
ক্রীড়াকেলি-রত-রাম-চরণ পরশে রে
পূত রেণু হ'ত কোন্ স্থানে?
আত্মহারা জনক জননী স্নেহবশে রে
বর্ষিত অমিয় ধারা প্রাণে?
কোথা কৈলা রাম শাঙ্গপার দরশন রে
অনুগ অনুজ রজসনে?
কোথা করি সরহস্য-অস্ত্র-অভ্যাসন রে
সর্ব্বজয়ী বীর হইলা রণে?
কোন্ পথে গাধিসুত শ্রীরাম লক্ষ্মণে রে
নিয়াছিলা তাড়কানিধনে?
দূতবাক্যে * গেলা রাজা জনকভবনে রে
পুত্র-পরিণয়-দরশনে?
দশরথ-রথগতি-বিরতি কোথায় রে,
ফিরি গৃহে পুত্রবধূ † -সনে?

* যদ্দ্বারা জনক দশরথকে ধনুর্ভঙ্গের সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন।
† দ্বন্দ্বসমাস।

কোন্ কক্ষ কোন্ বধূ অঙ্গের আভায় রে
উজলিল—দেখি, সাধ মনে।
কোথা হ'ল রাম-অভিষেক-আয়োজন রে
কৈকেয়ী *-মন্দির কোন্ স্থানে,
মন্থরার উপদেশে রাম-বিবাসন রে
নৃপস্থানে যাচিল যেখানে?
সীতাসনে গাত্রে চীর, শিরে জটাভার রে
কোথা রাম করিয়া ধারণ,
সৌমিত্রি সহিত, করি অযোধ্যা আঁধার রে,
বনে গেলা অযোধ্যা-জীবন?
সত্যপাশে বদ্ধ, দগ্ধ † শোক-হুতাশনে রে,
কোথা দহি রাজার শরীর,
জটাচীরধর রাম আনিবারে বনে রে
গিয়াছিল ভরত সুধীর ‡?
ফিরি রাম-পাদুকা বসায় সিংহাসনে রে;
মরি সে পাদুকা আজি কই?
পেলে পাদপূত সে পাদুকা এইক্ষণে রে,
পরশি পবিত্র হ'য়ে লই।
রাম-আগমনবার্ত্তা মারুতির মুখে রে,
শুনি বনবাস-অবসানে,

* কেকয়—ষ্ণ (অণ্)—(ঙীষ্) (ঙীপ্)। এইরূপে মৈত্রেয় ও প্রালেয় মিত্রযু ও প্রলয় শব্দ হইতে উৎপন্ন।

† বদ্ধ, দগ্ধ—রাজার বিশেষণ।

‡ অতএব লোভবিহীন।

অযোধ্যা।

ভেটিতে ভরত, পৌরগণে মনস্সুখে রে

আসিয়ে, মিলিলা কোন্ স্থানে ?

প্রকৃতিরঞ্জন * রাম সীতা দিলা বনে রে,

লক্ষ্মণে আহ্বানি কোথা আনি ?

স্বর্ণের সীতা মহাক্রতু-সম্পাদনে রে

কোথা সংস্থাপিলা—নাহি জানি।

কোথা শুনি কুশীলব-রামায়ণ-গান রে,

রামের ঝরিল দুনয়ন

মুগ্ধ † শুনি সে গান সাকেতবাসি-প্রাণ রে,

হেরি আর সে মুগ্ধ ‡ আনন।

কোথা পশি, চলি যেন ভুজঙ্গ দংশনে রে

লুকাইল জনমের তরে,

কাঁদায়ে অযোধ্যা, সীতা, কুশলব সনে রে,

জ্বালি চিতা রামের অন্তরে ?

সরযূর কোন্ ঘাটে দেহ শূন্য করি রে,

ভ্রাতৃসত্য পালিলা লক্ষ্মণ ?

শূন্য ভবপুরী ছাড়ি কোথা, রক্ষঃ-অরি রে

বৈকুণ্ঠে—করিলা আরোহণ ?

* সার্থকতা কি ?

† মোহিত।

‡ সুন্দর।

ভাব-বল্লী।

রেণুরাশি তলবাসী যথা আলোড়নে রে,
উঠি জলে করে ছুটাছুটি,
তেমতি, কোশলে, মম, তব দরশনে রে
কত কথা চিতে উঠে ফুটি!

লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

ভানুকুল-কমলা সীতার তিরোধানে,
তিমির-কালিমা আবরণ
করিল সাকেত-নিকেতন।
নিভি গেছে শ্রীরামের জীবন-আলোক—
হৃদিমাঝে জাগে সীতাশোক,—
সীতালাভ-আশা-বর্ত্তি নাহি জ্বলে প্রাণে।

দুখিনী সীতার দুখের ধন
কুশ লব দুই ভাই;
দোঁহার আনন-পানে চাই।
অনুজ-সেবিত রাম ধরেন জীবন,
ভাবি—কালে হবে দেহভার-বিমোচন।

অজ্ঞাত পুরুষ এক আসি,
রামদরশন-অভিলাষী,
নিভৃত সংলাপ-প্রয়োজনে
রামে বাঁধে প্রতিজ্ঞা-বন্ধনে,—

দ্বার রোধি বাক্যালাপ হবে,
না হইতে সমাপন, যদি আসি কোন জন
প্রবেশে, রামের সেই ত্যাজ্য বধ্য হবে।

দ্বার রক্ষা করিছেন দাঁড়ায়ে লক্ষ্মণ,
গৃহান্তরে * সংলাপে আছেন রঘুমণি,
হেন কালে দুর্ব্বাসা, আসিয়ে দরশন
দিয়া, বলে 'রামসনে আছে প্রয়োজন ;
ত্বরা করি খোল দ্বার, বিলম্ব না সহে আর ;
রাম-দরশন আমি করিব এখনি'।

করি বহু বহুমান, বিনম্র বচনে
রামের প্রতিজ্ঞা বিজ্ঞাপিয়ে,
বলে বীর †—"নতি নরপতি ও চরণে
করিবে সংলাপ সমাপিয়ে ;
এই ভিক্ষা—পরকাশি করুণা কিঙ্করে,
ক্ষণেক বিলম্ব, মুনে, কর গৃহান্তরে ‡"।

কোপ-রক্ত নয়নযুগল,
সগর্ব্বে উগারে বাক্যানল,
"দুর্ব্বাসারে, জাল্ম, তব এত অনাদর!
এখনি লভিবি, ফল, দুর্ব্বাসার শাপানল,
উপেক্ষা-পবনে উগ্রতর

---

* গৃহমধ্যে—ষষ্ঠীসমাস।
† অথচ কেমন বিনয়ী।
‡ অন্য গৃহে—নিত্যসমাস।

জ্বলি, শুষ্কেন্ধন রঘুকুল
ভস্মসাত * এইক্ষণে করিবে সমূল”। ৩৭

সরিত-প্রবাহ † দুই হইলে সঙ্গত,
ওঘননে যুঝে যথা ওব প্রতিকূল,
ভাসি আসি কাষ্ঠ খণ্ড হয় পর্য্যাকুল,—
গতি স্থিতি দুই পরাহত।
তেমতি আকুলমতি হইয়া লক্ষ্মণ;
রাম-আজ্ঞাভঙ্গ, শাপভয়,
কোন্ পক্ষ করিবে আশ্রয়?
মধ্যপথ নারে করিবারে নিরূপণ। ৩৮

ভাবি স্থির কৈলা বীর মনে
বংশধ্বংস-বারণ আপন প্রাণ-দানে।
“কর, মুনে, কোপ সংবরণ,
করাইব রাম-দরশন
যে হ’ক আমার”—বলি, খুলি দ্বার,
পরবেশি গৃহে সেইক্ষণে,
বিজ্ঞাপিলা ঋষিবার্ত্তা শ্রীরামের স্থানে। ৩৯

দর্শনান্তে তিরোহিত মুনি ধূমকেতু।
‘দেহ অনুমতি, চলি গৃহ প্রতি;
সময়-বিহতি ‡ হ’ল কিহেতু?’—

* ভস্মসাৎ।
† সরিৎ।
‡ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

বলি রামে, অজ্ঞাত পুরুষ গেলা চলি—
ভাসঙ্ক * রাম-প্রাণ কাঁপিল কি বলি ?—
ঘুরিতে লাগিল ত্রিভুবন,
তিমিরে আবরে দুনয়ন। ৫৯

লে, অসিকরে পাশে দাঁড়ায়ে, লক্ষ্মণ—
'প্রাণাধিক রামসহ প্রাণ বিসর্জ্জন
দিলা পিতা ; পাল সত্য, কুলের ধরম।
লহ অসি ; হবে মম সফল জনম,
সফল সঞ্চিত পুণ্য সেবি ও চরণ,
শ্রীকরে বিনাশ যদি এ হত জীবন'।

দেব-হৃদয়বাসী আবেগের হিমরাশি,
সৌমিত্রিবচন-তাপে গলি,
তর করুণবাণী ধারারূপে—অনুমানি—
বদনে বহিয়ে যায় চলি,
এই সে কার্য্যের তরে, রাবণ জীবন ধরে,
ভ্রাতৃবধে পূরিবেক কাম'
স্ত্রীঘাতী দুরাচার, অকার্য্য কি আছে তার ?
স্ব †-শোণিতপানব্রতি রাম।

সার্থক বিশেষণ।
জ্ঞাতি, আত্মীয়জন।

অনুগামী ছায়াসম, সহিয়াছ সঙ্গে মম
কত না কাননবাস-ক্লেশ!
লঙ্কায় রাবণ-করে দিলে প্রাণ অকাতরে ;—
আমা হ'তে হবে আয়ুঃশেষ!
কোথা বাছা হনুমান? দেখহ, হারায় প্রাণ
বাঁচাইলে যাহার জীবন,
সীতালাগি অবহেলে, রাবণের শক্তিশেলে
যবে কৈল প্রাণ বিসর্জ্জন।—
হেরি যার চাঁদমুখ, যাই ভুলি শোক দুখ,
আঁখি-অন্তরাল করি তারে
কেমনে সহিব দুখ, কোথায় লুকাব মুখ? —
দুখ-ভার পূরিল এবারে" ! ৮৫

"অবশ্য ঘটিবে যাহা, আকুল এমন
কেন তাহে? সত্য-ভঙ্গে বাঁচাবে লক্ষ্মণ—
যোগ্য তব? যাই আমি বন্দি শ্রীচরণ ;
নাহি খেদলেশ, হবে সুখের মরণ।—
লক্ষ্মণের বাক্যে মৌনী কাঁদেন শ্রীরাম।
পুরী ছাড়ি চলিলা লক্ষ্মণ গুণধাম। ৯১

এহেন সময়ে তুমি, সুমিত্রে জননি,
গৃহবাসে আছ বসি! হৃদাকাশতারা খসি
পড়ে : হারাইলে হায় নয়নের মণি।
ফিরাইতে কর গো যতন ;
ধরা-বিনিময়ে নাহি পাবে এরতন ;

কাঁদি অন্ধ হবে আঁখি ; আর না হৃদয়ে রাখি
শীতল করিবে দেহ মন।—
পুরী ছাড়ি বাহিরিতে এখনও ব্যাজ !
বাজে কি, উর্ম্মিলে, সতি, চরণ অচল ?
লক্ষ্মণে হারায়ে লাজে হবে কি গো কাজ ?
শূন্য রাজপুর হ'তে শ্লাঘ্য শতবার
লক্ষ্মণের সনে তরুতল ;
ধর গো সঙ্গিনী হ'তে চরণ তাহার।—
কুশীলব, অভিনব মাতৃশোক আজি
হবে ; বলি 'যেও না' কাঁদহ পদ ধরি।—
কাঁদ গো কৌশল্যে ; গৃহে রহিলে কি করি ?
কাঁদ পৌর ; কাঁদ পশু, পক্ষী, তরুরাজি। ১০৮

বিমল সরযূজল করি পরশন,
রামরূপ অভিরাম হৃদে, মুখে রাম নাম,
যোগাসনে স্থিরগাত্র সুমিত্রানন্দন।
শূন্য ফেলি দেহাগার, করি ভেদ সহস্রার *,
প্রাণানিল মূর্দ্ধপথে উর্দ্ধগতি চলে।—
সুমিত্রা-অঞ্চলনিধি সরযূর জলে ! ১১২

---

* মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্ম।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধি।

যন্ত্র দুই যবে হায় বাজে একতান,
শ্রবণে মধুর কিবা পশে সেই ধ্বনি!
একযন্ত্র হ'তে যেন, মোহি মন প্রাণ,
সুতান-লহরী বহে—মনে হেন গণি। ৪

কিন্তু সদা দুই যন্ত্র বাজে দুই তানে,
হৃদয়সঙ্গীতালয়ে হায়রে আমার;
অমধুর, কঠোর, বিষম পশে কাণে;
কেমনে মিলাব ভাবি নাহি পাই পার। ৮

গৃহ পরিবারে যদি না রহে একতা,
পরস্পরে হয় যদি নিয়ত সংগ্রাম,
তাহে কিসে রহে আর শান্তি-মধুরতা?
রণভূমি শ্মশান তাহার যোগ্য নাম। ১২

হৃদাগারে অধিবাস করিছে আমার
দুই শক্তি; ঐক্য কভু নাহি এ উভয়ে;
কে জানে বিরোধী কেন দোঁহে দোহাকার,
অশান্তি-নিলয় মোর করি এ হৃদয়ে? ১৬

বলে এক শক্তি—'তুমি ধর এই পথ,
হবে দেখা আনন্দ সুখের সনে যাহে;
সুখে ভরা ধরার মাঝারে মনোরথ
পূরি হইবারে সুখী প্রাণ নাহি চাহে?' ২০

অপর বলিছে—'তুমি নাহি দিও কান
আপাত-মধুর বাক্যে, পরিণামে বিষ;
সুখ যেই চাহে তার সুখী নহে প্রাণ,
সুখে ঘৃণা করি সুখী হবে অহর্নিশ।' ২০

কোথা হ'তে কোন ঠাঁই ভ্রমি প্রাণ মোর,
বিষরকণ্টকদ্রুমে, কণ্টকবিক্ষত,
লভিল কি সুখসুম * ? দুখ-কীট ঘোর
পশি সে কোরকে বাস করে অবিরত। ২৫

আশৈশব কতেক প্রয়াসে অনুসরি
সুখসেবা-উপদেশ, লভিনু কি ফল ?
তবু প্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ † ভাবি শ্রেয়ঃ পরিহরি,
ত্যজি সুধা, সুধা-ভ্রমে ভখিনু গরল। ৩০

যন্ত্রসহযোগে করে সুমধুর গান
অনায়াসে সুগায়ক হরষিত প্রাণে;
আপনা আপনি কণ্ঠে বাহিরায় গান,
যন্ত্রাধীন আপনারে কভু নাহি জানে। ৩৫

ধন্য তারে মানি যার যথেচ্ছ আচার
অজ্ঞাতে কর্ত্তব্য-পথ সদা অনুসরে;
স্বাধীনতা-পরসাদ হৃদয়ে তাহার
বিরাজে, অপথে পদ কভু নাহি চরে। ৪০

* সুখ পুষ্প † আশ্রয়ণীয়

কবে হেন শুভ দিন হবে কেবা জানে,
শ্রেয়ঃ * শ্রেয়ঃ †, শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ হইবে আমার,
শুভবুদ্ধি-যন্ত্র মম নাদিবে যে তানে
অনুগত প্রবৃত্তি অজ্ঞাতে ‡ হবে তার। ৪০

কিবা যদি আপনা আপনি নাহি হয়,
করিব প্রয়াস যেন থাকে ¶ সদা মনে,
প্রবৃত্তি-সঙ্গীত মম সম-তানলয়
হয় যাহে § শুভবুদ্ধি-তন্ত্রীযন্ত্রসনে। ৪৮

মাতৃহীন শিশু।

একাকিনী পথে বসি করে ধূলিখেলা
কাহার বালিকা ? নভে উঠিয়াছে বেলা,—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্নানাহার রয়েছে পাসরি,
হায় রে মায়ের প্রাণ সহিছে কি করি ? ৪

কিহেতু মলিন দেহ, মলিন বসন ?
সুন্দর চাচর কেশ রুক্ষ কি কারণ ?—
খেলিতে খেলিতে কোথা ধায় যেন মন,
নাসায় সহসা বহে নিশ্বাস-পবন। ৮

* প্রশস্য + ঈয়সু, শ্রেষ্ঠ। † প্রিয় + ঈয়সু। ‡ স্বভাবতঃ, অতএব অনায়াসে।

¶ প্রয়াস করিতে হইবে ইহা যেন মনে থাকে।

§ যে প্রয়াস দ্বারা।

পুনরায় ক্রীড়ারসে মাতে, কিন্তু হায়,
বদনে বিষাদ-রেখা মুছি নাহি যায়।
শৈশবে গম্ভীর ভাব না দেখি এমন ;
বিদরে হৃদয় মম, হেরি ও বদন। ১২

করিনু সন্তোষ হাত বুলাইয়া গায়,—
'কিহেতু মা গৃহ ছাড়ি এতেক বেলায় ?
ক্ষুধায় তপনতাপে শুকায়েছে মুখ।
সরল কোমল মনে কেবা দেয় দুখ ? ১৬

কার প্রতি করি কোপে আইলে এখানে,
জান না জননী চেয়ে আছে পথপানে ?''
ছলছল নেত্রে বালা কহিলা আমারে—
'আছে কি মা পথপানে চাহি রহিবারে ? ২০

কত মাস চলি গেল, ডাকি না মা বলি'— ;
শুনি কথা, হৃদয় আপনি গেল গলি !
সুরভি কুসুম, হায় শুকায় যেমন
হ'লে বৃন্তচ্যুত, দশা হইল তেমন। ২৪

গৃহপানে আমাসনে হয়ে অগ্রসর,
শুনিয়ে রোদন-ধ্বনি চলিল সত্বর।
তিন বরষের শিশু--কে কাঁদাল তা'য় ?
'কে মারিল দাদামণি, বল না আমায় ? ২৮

কেন না, মারিব তারে'—বলি, গায় ধূলি
ঝাড়ি দিয়ে আদরে লইল কোলে তুলি।
হায় রে কাহার প্রাণ নিঠুর এমন ?
সোনার পুতলী, মা'র যতনের ধন, ৩২

হৃদয়ে বিঁধিত শেল শুনিলে রোদন
ছুটি আসি কোলে তুলি করিত সান্ত্বন।—
কেমনে ছেদিল মা'র মায়ার বন্ধন ?
মরুভূমি হ'ল হায় শিশুর জীবন ! ৩৬

জননীর হাস্যমুখ, প্রাণ-সঞ্জীবন,
আঁখির আড়াল হ'ল জন্মের মতন ;
সে মা'র দোহাই, দেহে না দিও বেদন,
কটূক্তির বিষে প্রাণ না ক'র দহন। ৪০

'এস বাপ' বলি, প্রসারিনু করদ্বয় ;
মুখ চাহি অঙ্ক মম করিল আশ্রয়,
যাহা পায় তাহা লতা করে আলিঙ্গন,
আশ্রয়ের অপসারে, হায় রে যেমন। ৪৪

স্কন্ধে মম রাখি শির ছাড়িল নিশ্বাস—
সে নিশ্বাস ! বাক্যে কি করিব পরকাশ ?—
শোকের ঝটিকা মম বহিল অন্তরে,
আকুলিল ; সাধ্য কার সে শোক সংবরে ? ৪৮

নয়ন পূরিল নীরে, বহিলেক ধার ;—
চকিত, নেহারে শিশু বদন আমার
'না' 'না' বলি হাসি, করি বদন চুম্বন,
হৃদয়ে রাখিনু মা'র হৃদয়ের ধন। ৫২

শুক্তিতে মুক্তা।

মরি কিবা সুকঠিন কর্ম্মসূত্রে, হায়,
কোথাকার জীবে টানি কোথা ল'য়ে যায়
অলক্ষিতে! আজি হেথা, কালি অন্যদেশে,
নব সঙ্গ, নব রঙ্গ নিত্য নব বেশে ;
নব মৈত্রী, নব বৈর, নব জ্ঞানোদয়, ৫
নব আশা, নব সুখ, নব দুখ ভয়,
ঘটিছে ঘটনা কত অদ্ভুত প্রকার,
কর্ম্মস্রোতে ভাসি ভাসি হায় রে আমার।
গৃহের দেবতা মম জনক জননী,
স্বরগ-আলোকে গেহ সমুজ্জ্বল গণি ১০
স্নেহভরা সে মুখের বিমল আভায় ;
হেন সুখধাম ছাড়ি, কার্য্যবশে হায়
বাহিরিনু, বন্দি পদ করিনু প্রয়াণ,
শুভাশিষবর্ম্ম শিরে করি পরিধান।
লঙ্ঘিনু সুদূর পথ ; আইনু কোথায় ? ১৫
ভুলিনু কি পথ ? বলি কে দিবে আমায় ?

বিশাল প্রান্তর হেন কভু না নয়নে *
হেরেছি, না পাই অন্ত; শোভামুগ্ধমনে,
শৈশবে ছুটেছি হেন, নেহারি আকাশে
শক্রধনু, মূলদেশ লভিবার আশে।
সে অশ্বত্থ বনস্পতি নাহি, হেরি আজি
সাজি অভিনব সাজে আছে তরুরাজি।
স্রোতস্বিনী সেই + বটে, নূতন-গঠন
সেতু অন্য তীর দুই করে সংযোজন।
উত্তরিনু সেতু। দহি সন্তাপ-অনলে
ধরারে, পড়িছে এবে ঢলি অস্তাচলে,
হেরিনু, গগনে দিবাকর ক্ষীণকর,
অদক্ষিণ ‡ তীক্ষ্ণবৃত্তি রুক্ষভাষী নর
বিদায়ের কালে যথা, মৃদু মিষ্টভাষী,
তোষে চিত বিনয় করুণা পরকাশি।
শিবারবে নিনাদিত হ'ল বনাবনি,¶
সহসা শার্দ্দূলনাদে পড়িল অশনি
যেন শিরে, দুরুদুরু কাঁপিল হৃদয়;
আপনার গুণে দ্রুত চলে পদদ্বয়,
দস্যুভয়াকুল প্রভু-দেহ ভক্ত দাস
বহি স্কন্ধদেশে যথা ধায় ঊর্দ্ধশ্বাস।

---

* কল্পনায় দেখিয়া থাকিতে পারি।

\+ ইতঃপূর্ব্বে যাহা উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে।

‡ পরের মনের দিকে যে চাহে না।

¶ বনস্থলী।

পিতৃপদ মাতৃ-অঙ্ক করিনু স্মরণ,
ইষ্টনাম অবিরাম জপিল বদন।—
সহসা অদূরে অগ্রে নেহারে নয়ন
পদীপ-আলোক ভয়-তমো-নিরসন ; ৪০
এহেন বিজন দেশে দীপ-পরকাশ!
প্রাণ মম হ'ল কি ধাবিত তার পাশ
পতঙ্গ-স্বভাব ধরি ?—পরাণ প্রমাণ *
ধ্বনিল অভয়-বাণী, ভয়-অবসান ;
চলিলাম দ্রুতপদে ; হেন কালে হায় ৪৫
কলকণ্ঠে সুতান-লহরী বহি যায়,
শ্রবণে পীযূষ-ধারা, প্রাণবিমোহন ;
নীরবে বিটপি কুল করয় শ্রবণ,
হাসিছে তিমির সান্ধ্য ; কিবা মধুরিমা
সঞ্চরিল অন্তিকে সুদূরে, নাহি সীমা। ৫০
"উদিলে তপন, উজলি গগন
হাসয় আপনি আপন ভায় † ;
প্রকাশ আকাশে দেখিবার আশে
পরদীপ জ্বালি কে বল চায়।
সে সুদিন-পানে চাহি আশাভরে ৫৫
আছিরে চাতক যথা পয়োধরে,
ভানু পরকাশি তমোরাশি নাশি
উজলিবে, প্রাণে হেরিব তায়॥"

* সন্দেহনিবারক
† পুং। দীপ্তি

বিরমিল কলগীতি ; দীপনির্ব্বাপণে
সাহসা যে দশা, হেন প্রকৃতি-ভবনে
ঘটিল,—সুতান পুনঃ মধুর প্রবাহে
যায় বহি ; প্রাণে তৃপ্তি তথা মম তাহে
অনাবৃষ্টি-শুষ্ক দেবমাতৃক * প্রদেশে
বারি-সেক লাভে যথা। অবশ আবেশে,
অলক্ষিতে দাঁড়াইনু পাশে ; সুধাসার,†
বরষিল বালকণ্ঠ অমৃত-আধার।

"ত্যজি সুখাবাস ভজিনু প্রবাস,
ভ্রমি না অন্ত পাইনু গো ;
ভুলি তাহে পথ সেবিনু অপথ,
কোথা বলি কোথা আইনু গো ?
ভবনে ভাবনা কত না যায়
ভাবি ভাবি হ'ল আকুল হায় !
মা হ'য়ে আমায় কে লইবি আয়
কোলে তুলি ? আমি আইনু গো।"

অপূর্ব্ব ! আমায় লক্ষ্য করিল কেমনে ?
হ'ল কিরে ছায়াপাত অন্তরদর্পণে ?—
বলে—"পথ ভুলি হেথা কৈলে আগমন,
ভাল, পদধূলিপূত দীনের ভবন

* নদীহীন দেশ, যেখানে দেবতারা কৃপা করিয়া বৃষ্টি না দিলে উপ নাই।

† অমৃতের আসার (ধারাসম্পাত)।

হবে, নাহি দিব ছাড়ি, কোথা যাবে তুমি
নিশাকালে ? শ্বাপদ-সঙ্কুল বনভূমি।"— ৮০
"নাহি দিবে ছাড়ি—তব হেন অধিকার
হ'ল কিসে ?"—"ফলে পাবে পরিচয় তার"
বলি হ'ল অগ্রসর ; মন্ত্রমুগ্ধপ্রায়
চলিনু ; বলিল "ভর কর মম গায় ;
ঘৃতদুগ্ধপুষ্ট বটে ধনি-জনকায়, ৮৫
সুবিধানে বিধির দারিদ্র্য-মহিমায়
শাকান্নে অধিক পুষ্ট দীন দুঃখী জন।"
জিজ্ঞাসিনু "ধনী দীন, সুখী কার মন ?"—
"সুখ দুঃখ করে ভোগ মন যথা যার,
ধন দৈন্য নাহি মানি তাহার আধার ; ৯০
তথাপি দারিদ্র মম সুখের নিদান,
অল্পায়াসে পূর্ণকাম আনন্দিতপ্রাণ ;
আভরণশূন্য দেহ, মলিন বসন,
পাদচার, আত্মকরে কৃত্যসম্পাদন,
ইথে কি সঙ্কোচ লজ্জা ? নাহিক কখন, ৯৫
শকট-ঘোটক অনুচর প্রয়োজন ;
ধনী করে ভৃত্যকরে আত্মসমর্পণ,
আসনে উত্থানে তার অশেষ বন্ধন।"
কুটীর-দুয়ারে বৃদ্ধা ডাকে বার বার
গোপাল গোপাল বলি ; "দেখ মা তোমার", ১০০
বলিলা গোপাল মায়ে মধুর বচনে,
"আইল গোপাল দাদা বলরাম সনে।"
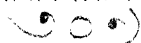
স্নেহময়ী আতিথেয়ী*, আনন্দিতমন,
'এস বাপ' বলি দিলা বসিতে আসন।
জিজ্ঞাসিনু "সংসারে কে আছে আপনার?
"হয়েছি ক্ষুধিত দোঁহে, করিব আহার"
বলি মায়ে, গোপাল বলিলা মম ঠাঁই,
"মা আমার আমি মার, আর কেহ নাই;
আছিল আমার চারি সোদরা সোদর,
কোরকে† শুকাল ফুল, বিষে জরজর
না জানি কি দোষে মাতা; নিয়তি এমন
ঘসি ঘসি চন্দনসুবাস-বিকিরণ।
স্মরিলে সে দুখ-কথা ভাসে আঁখি-জলে,
তাই গৃহান্তরে মায় পাঠাইনু ছলে।
শুনেছি, দেখি নি ভানুকর-আকর্ষণ
হয় নাকি কাচ-কেন্দ্রে; আপনার জন
মা বই নাহিক কেহ, তাহে প্রেমরাশি
সম্মিলিত আমার; মরিতে ভয় বাসি
ভাবি কিবা হবে দশা মায়ের আমার।—
ডাকেন জননী, চল করিবে আহার।"
দেখি পরবেশি এক শূন্য গৃহান্তরে,
নৈবেদ্য সাজায়ে যেন দেব-সেবাতরে
রেখেছে জননী, ভক্ষ্যপেয় নানামত
যথাশক্তি আহরি; উপরি পাত্রগত

* অতিথি সৎকার পরায়ণা।
† অপ্রস্ফুটিত অবস্থায়। শৈশবে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

স্নেহের যে মধুরতা, ধনিক-ভবনে ১২৫
মিলে কিরে ?—"দেব-ভোগ আমার কারণে।"
শুনি বলে "তোমাহেন অতিথি সুজনে
বাছা মোর দেবতা বলিয়ে মানে মনে ;
বিগ্রহের পূজা শুধু দেবপূজা নয়,
কিন্তু ভাবি দেখ দেব-সেবা সত্য হয় ১৩০
জীব-সেবা, নিত্য কত বুঝায় আমায় ;—
সব দেবতার আগে মনে গণে মায়।
এমন পাগল ছেলে, না খেয়ে আপনে
মিষ্টফল দেয় তুলি মায়ের বদনে।"
বলিলা গোপাল "ভাল, করহ বিচার, ১৩৫
মাহেন আপন সুখ পাসরিতে আর
পারে কেবা ? সুখী আমি তোমার সেবায়,
সুখে বাধা দিয়ে মোর, আহারে আমায়
তৃপ্ত করি অন্বেষিছ সুখ আপনার,
সুত-সুখে সুখী মার এই কি আচার ?" ১৪০
বলে বৃদ্ধা "বাপ, তুমি বুঝাও ইহারে,—
পাগল আছয় এক, ভয়ে, হেরি তারে,
পলায় বালক বৃদ্ধ,—যেন পাশে তার
না যায় ; না জানি ভাগ্যে কি আছে আমার।"—
"পাগল বলিয়ে ঘৃণা নাহি করি তারে, ১৪৫
জ্ঞানকথা কত সে যে শুনায় আমারে।
চলে দূরে দীপালোক নিশার আঁধারে
নিজবলে যেন, যায় বহি কেবা তারে

না জানি না দেখি, শ্বেত কিবা কৃষ্ণকায় ;
সে দীপে চিনিলে পথ দোষ কিবা তায় ?" ১৫০
আমার ভোজন-অন্ত না হ'তে আহার
কিছুতে না কৈল। "সঙ্গ লাভিয়ে তোমার
অতুল আনন্দ হৃদে, কার্য্যবশে হায়
যেতে হবে ভানূদয়ে, প্রাণ কিন্তু চায়
সদা রহি তোমাসনে"—শুনি হাসি কয়, ১৫৫
"নিত্য সেবা করিব শকতি ভাগ্যোদয়
হেন নাহি হবে ; দিনত্রয় সযতনে
শরতে পার্ব্বতীপূজা করি ভক্তজন,
চতুর্থ দিবসে তারে করে বিসর্জ্জন ;
অদ্যাহে হইল মম পূজাসমাপন।"— ১৬০
"এ পথে ফিরিব গৃহে, নিশ্চয় আমার।"—
"পথ ভুলি ?"—"ইচ্ছা করি ভুলিব এবার।
বসি মম পাশে তুমি করহ আহার।
দাদা আমি, তুমি ভাই অনুগ আমার।"—
ভোজনান্তে সযতনে করায় শয়ন, ১৬৫
তালবৃন্তে বীজয়, না মানিল বারণ,
"ছোট ভাই হইনু কিহেতু যদি নাহি
সেবিব চরণ ?" বলি।—ভাবি মুখ চাহি—
পথশ্রান্ত, তবু নাহি নিদ্রার আবেশ—
সুবাসিত করিবারে এ বিজন দেশ, ১৭০
স্বরগ-কুসুম হেন রয়েছে ফুটিয়া,
কে জানে সন্ধান ? কিসে আসিবে ছুটিয়া

মধুলুব্ধ অলিকুল * ? সরল, উদার,
কবিত্ব-নিলয়, দীপ্ত জ্ঞানের আধার
মাতৃভক্ত, জীবসেবী, দাক্ষিণ্যের নিধি, ১৭৫
সুবোধ দয়ালু—যেন একাধারে বিধি
মিলাইলা গুণরাশি : কিন্তু কি কারণে
নাহি জানি, দারিদ্র্য-জলদ-আবরণে
ঢাকিলা সে গুণকর † -ভানু-পরকাশ।
শুক্তিগর্ভে মুকুতার অলক্ষিত বাস! ১৮০
ধন্য শুক্তি হেন মুক্তা যাহার উদরে।
কিন্তু, মম হয় যেবা, কারিনু অন্তরে
প্রতিজ্ঞা এ নিধি না রহিবে সংগোপনে,
না রবে এ হুতাশন ভস্ম-আবরণে।—
প্রবেশে জননী। আমি কহিলাম, 'মনে ১৮৫
বড় সাধ ল'য়ে মায় চল আমা সনে।'—
"মীন, জলচর, স্থলে হারায় জীবন,
ধনীর বাতাস কিসে সবে দীন জন?
লজ্জাবতী নাহি সহে দেহি-পরশন।
যাব কিবা, থাকে যদি বিধির লিখন; ১৯০
আর যদি যাই মরি—কহিনু কি কথা?
মলিন মায়ের মুখ।—না হবে অন্যথা,
যাই যবে যাবে সঙ্গে বলেছি তোমায়"
বলি, মুছি নয়ন সান্ত্বন করে মায়:

* গুণপক্ষপাতী সহৃদয় মানবসমূহ।
† কিরণ:

সঙ্গীত ধরিল গান, কাড়ি নিল প্রাণ, ১৯৫
নিশীথিনী মোহিত, চেতনা-অবসান
হ'ল মোর, নিমীলিত নয়ন আপনি
মদরসে বিভোর।—নিশান্তে গীতধ্বনি
প্রবেশে শ্রবণে, জাগি, লইনু বিদায়,
বলি 'ফিরি পক্ষাহে আসিব পুনরায়" ; ২০০
"হুঁ" শব্দে সংশয় পরকাশি, বলি মায়
চলিল গোপাল ; পথে দেখিবারে পায়
চীরধারী অন্ধ এক, গাত্রের বসন
দিল তারে। জিজ্ঞাসিনু 'অঙ্গ-আবরণ
কোথা তব ?' বলে, 'মম আছিল কি গায় ? ২০৫
কি হ'ল দেখিব ফিরি যাবার বেলায়।'

বিরমি, দেখায়ে পথ করিয়ে প্রণতি,
বৃক্ষশাখে গায় গান উচ্চরোল অতি।
প্রাণ বাঁধা করে তার, কাণ আত্মসনে ;
সে সঙ্গীত আর নাহি পশিছে শ্রবণে। ২১০
কি শৃঙ্খলে কৌশলে বাঁধিল প্রাণ মন,
দূরে গেলে নাহি টুটে তাহার বন্ধন।
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ মম হ'ল কার্য্যবশে,
আইনু গোপালগৃহে সপ্তম দিবসে।
'মা' বলি ডাকিনু, কত ডাকিনু গোপালে ! ২১৫
নাহিক উত্তর ; কাণে পশে হেন কালে
বিড়ালের দীনরব। আহার কারণে
আছিল বিহগকুল চরিতে অঙ্গনে,

আমা হেরি গেল উড়ি। গৃহে পরবেশ
করি, কন্থা, উপাধান, সহভুক্তশেষ ২২০
লাজভাণ্ড*, পানপাত্র দেখিবারে পাই—
দ্রব্যজাত পড়ি ভূমে এ ঠাঁই ওঠাঁই ;
গৃহকোণে বংশযষ্টি † মলিন বদনে
নীরবে গোশালে ধেনু আছে অনশনে।
কুক্কুর, ক্রন্দনরবে, উন্মত্ত আকার, ২২৫
দংষ্ট্রামুখে বসনান্ত ধরিয়ে আমার,
টানি আমা উপনীত হ'ল নদীতীর ;—
একাকিনী শুয়ে বৃদ্ধা ভূমে রাখি শির,
অনিমেষে আছে চাহি আকাশের পানে ;
"কেন মা এমন দশা ?" প্রবেশিল কাণে, ২৩০
চমকি উঠিয়ে বলে, "আজি দুই দিন
শুনিনি এ বোল ; আমি ছিনু নিদ্রালীন,
গেল, কাষ্ঠমঞ্চে শুয়ে গোপাল আমার
অনলে গলিয়ে, উড়ি জলদ-আকার।
যাহা ছিল অবশেষ ধুয়ে দিল জলে ; ২৩৫
অমর-কুমারগণে ছায় পুষ্পদলে।
যায়নি দুদিন অন্ন গোপালের মুখে,
অনশনে আছে মাতা, খাবে কোন্ সুখে ?"—

---

* আহারের অবশিষ্ট খৈ সহ ডালা।

† বাঁশের ছড়ি, যাহা লইয়া গোপাল বাহিরে যাইত।

উন্মাদিনী!—কার চুল্লী নবীন আকার?
অসিত * অঙ্গার-রাশি হেরি। উপহার ২৪০
কুসুম-প্রকর দিল কেবা?—কাঁপে মন,
কোথায় গোপাল মম মানব-রতন?
মাতৃগতপ্রাণ সে যে, কাতর-অন্তর
বৈদ্য অন্বেষণে বুঝি গেছে গ্রামান্তর।—
কিন্তু "আশা সকল নরের নাহি ফলে" ২৪৫
গানমুখে † উপদেশ দিয়াছিল ছলে।—
হবে পুনঃ সমাগম ক'রেছিনু আশা,
ভাঙ্গিল কি বিধি মোর সে আশার বাসা?
গোপাল বলিয়ে মাতা ডাকে উভরায়,
'বলেছ ত চাঁদমুখে সঙ্গে নিবে মায়'। ২৫০
ফুকারিনু রুদ্ধকণ্ঠে, 'গোপাল তোমার
এই যে মা পাশে।' মুখ নিরখি আমার
'কই, দেখি' বলি, খিল্ খিল্ হাসি বলে,
"গোপাল কি হয় কভু অল্পপুণ্যফলে?
সাধে কি যশোদা মাতা রেখেছে সে নাম?— ২৫৫
অই মেঘ! আয় বাপ, যাই স্বর্গধাম
যথা তুমি, হই মেঘ।" আকাশের গায়
রহে চাহি বাহু তুলি চিত্রগতপ্রায়।
ঊর্দ্ধপানে চাহি দেখি—ছিল বারিধর
এক খণ্ড, উদি অন্য হ'ল অগ্রসর, ২৬০

* কৃষ্ণ।

† গানরূপ উপায়ে।

দেখিতে দেখিতে বদ্ধ গাঢ় আলিঙ্গনে ;
সহসা পতনশব্দ পশিল শ্রবণে,
নামিল নয়ন, পাশে দেখিবারে পায়,
দুখিনীর স্পন্দহীন প্রাণশূন্য কায়। ২৬৪

কি নাই, কি নাই।

রমা-পরসাদে অতুল বিভব,
পরতাপ * পদ, মানের গৌরব,
অনুচর, দাস, দাসী, পরিজন,
সহায়, সেবক, বন্ধু অগণন,
কান্তি মনোরম, যশ সুবিমল,
সুখশশী যার সদা পূর্ণকল—
চিদাগার তার কভু কিরে হয়
সন্তোষপ্রসাদ-নিত্যলীলালয় ?
আছে যদি সব, ভাবি নাহি পাই
কেন বলে মন 'কি নাই, কি নাই'

বাণী-কৃপা-বারিধারায় অন্তর
সুস্নিগ্ধ যাহার নিয়ত উর্ব্বর,
সুরভিত কাব্যকুসুমের বাসে,
সুহসিত জ্ঞান-শস্য-সুবিকাশে ;
বিদ্যানন্দে চিত্ত মত্ত অনুক্ষণ ১৫
যথা রূপগর্ব্বী, ধরি দরপণ,

---

* প্রতাপ।

আনন্দিত হয় হেরি নিজ মুখ ;—
কিন্তু দেয় কিরে সন্তোষ এ সুখ * ?
দিবে যদি তবে বল কি কারণ
'কি নাই, কি নাই' ডাকি বলে মন। ২০

বীর রণজয়ী, করি অরিজয়
অস্ত্রবলে, ছলে, কৌশলে, উদয়
ধূমকেতু যথা ভজি† লোকক্ষয়
করিয়ে মিটায়, যত মনে লয়,
বাল-বৃদ্ধ-নারী-রুধির-পিপাসা, ২৫
রাজ-পরসাদ ‡ লভি পূরে আশা।
স্বাধীনতা-ধন-হরণে ব্যাকুল,
হৃদয়-রুধির ঢালে অরিকুল ;—
দস্যু বলি তায় করিয়ে প্রচার,
পাঠায় কুচক্রী শমন-আগার ; ৩০
অকারণে করি পর-রাজ্য জয়
নাহি লজ্জা-শঙ্কা-সঙ্কোচ-উদয় ;
প্রকট-প্রতাপ পর-নিপীড়নে,
লভি যশোরাশি অতুল ভুবনে,
রচি সুখসৌধ পাপ-ভিত্তি'পরে ৩৫
সার্থক জনম গণয় অন্তরে।

---

* এসুখ কি সন্তোষ দেয় ?

† প্রাপ্ত হইয়া, স্বীকার করিয়া।

‡ প্রসাদ।

কিন্তু পশে যবে হৃদয়ভবনে,
"কি নাই কি নাই" প্রবেশ শ্রবণে।

রমা-বাণী-স্কন্দ-প্রসাদভাজন *
হ'তে আশা কবি না করে কখন ; ৪০
দীন. মূর্খ, হীনবল, অনিবার
ক্ষুদ্রকর্ম্মক্ষেত্রমাঝে আপনার
ভ্রমে কুম্ভকার-চক্রের সমান ;
চাহি পায় কিবা নাহি পায়, প্রাণ
ডাকি বলে সদা 'কি নাই, কি নাই' ; ৪৫
প্রতিশ্বাসে সেই ধ্বনি। -কিসে পাই
'নাই' ধন ?—কবে পূর্ণ হবে কাম,
'নাই' 'নাই' ধ্বনি লভিবে বিরাম ? ৪৮

চাঁদ আয় চাঁদ আয়।

১

"চাঁদ আয় চাঁদ আয়"
বলি শিশু তোষে মায় :
বিমল সুহাস শশি-পরকাশ
মানস-উল্লাস নেহারি নভে.
কত না আনন্দ নন্দন লভে !

---

* ধনী, পণ্ডিত, ধীর। দীন, মূর্খ, হীনবল তদ্বিপরীত।

২

"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়"
বলি শিশু তোষে মায় ;
হৃদয়-বারিধি হেরি সুধানিধি
উথলে ; সুবিধি * জানিয়ে মায়
তোষে বলি 'চাঁদ, আয়রে আয়'। ১০

৩

ক্ষণে সুখ পরসাদ,
ক্ষণে দুখ-অবসাদ,—
নবভাববশ শিশুর মানস
তোষিতে সরস জপয় মায়
মহামন্ত্র—'চাঁদ, আয়রে আয়'। ১৫

৪

ভূমে লুটাইয়ে কাঁদে ;—
জননী আহ্বানি চাঁদে
বলে 'দয়া করি আয়, তোরে ধরি',—
রোদন সম্বরি অম্বরগায়
'কোথা চাঁদ' বলি নেহারি চায়। ২০

* সন্তুষ্টিবিধানের প্রশস্ত উপায়।

৫

সুনিবিড় তমোরাশি,
সুধাকর পরকাশি,
শিশুর অন্তরে বিশাল অম্বরে
ক্ষণে হেরি হরে ; সকল তাই
তমোনুদ * নাম উভয় পাই। ২৫

৬

"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়"
বলি শিশু তোষে মায়।
চাঁদমুখে হাসি, চাঁদ-অভিলাষী, †
"আয় চাঁদ" ভাষি মধুর বোলে
চাঁদে ডাকে চাঁদ মায়ের কোলে ৩০

৭

"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়,"
বাহু তুলি উভরায়
মাতৃ-অঙ্কশশী ডাকে অঙ্কে পশি
আকাশের শশী, আকাশবাসী,
ধরা'পরে ধরা না দেয় আসি। ৩৫

---

* অন্ধকারবিনাশী।

† হইয়া উঠ।

৮

"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়"
বলি তোষিবারে যায়
নাহি পারে আর ; চাঁদ ধরিবার
শকতি কাহার ?—জানিয়ে সার,
আশার কুহকে না ভুলে আর । ৪০

৯

নিত্য 'আয়, চাঁদ আয়'
বলি ছলিছ আমায় ;
না ভুলিব আর, ডাকি বার বার,
নারি ধরিবার একটি দিন,—
মানসের আশা মানসে লীন । ৪৫

১০

"যথাকার শশী তথা,
না শুনে আমার কথা ;
দিবি কিনা ধরি, বল সত্য করি,
হিয়ামাঝে ভরি রাখিব চাঁদে,
ধরিবার তরে পরাণ কাঁদে" । ৫০

যুগ্মক ।

১১

এত বলি নানা ছাঁদে
বিনায়ে বিনায়ে কাঁদে ;
সলিল-ধারায় বক্ষ ভাসি যায়,
লুটায়ে ধরায় মায়ের কোল
পরিহরি, বলে 'দে চাঁদ' বোল । ৫৫

চাঁদ আয়, চাঁদ আয়। ৩৫

১২

'দে চাঁদ, দে চাঁদ' মুখে,
কাঁদিয়ে আকুল দুখে।
"উঠ যাদুমণি" ডাকেন জননী,
'ভজরে বাছনি মায়ের কোল',—
শিশুমুখে শুধু 'দে চাঁদ' বোল। ৬০

১৩

লাভতে কলঙ্কী চাঁদে
কে হেন ললনা কাঁদে?
নেহার অঞ্চল-বাসী অবিরল
শশী সুবিমল'—বলি সোহাগে
ধারিলা দর্পণ আনন-আগে ৬৫

১৪

দর্পণে না হেরি চাঁদে
'দে চাঁদ' বলিয়ে কাঁদে।
ক্রীড়নক যত চারু মনোমত
উপহরি কত ভুলায় মায়;
ঠেলি ফেলি শিশু বিধুরে চায়। ৭০

১৫

সুমধুর পানাহার
আনি দিল উপহার,
মানি বিষরস না করে পরশ,
শশাঙ্ক-লালস বলিছে 'আয়';
বিরহ-বিধুর বিধুরে চায়। ৭৫

১৬

কবি বলে 'শিশু, তোর
হেন দশা বটে মোর ;
ভবের বিভব, মানের গরব
নাহি স্বখলব * প্রদানে মোরে,
চাঁদ-তরে ঘুরি আঁধার-ঘোরে। ৮০

১৭

চাঁদ বলি কাঁদে প্রাণ,
ধন জন বিষজ্ঞান,
পরাণ বিকল, হইনু পাগল,
সতত চঞ্চল, সন্ধান তার
কিসে লাভ ভাবি না পাই পার। ৮৫

১৮

আভাসে আভাসে ভাসি,
লুকাইছে পরকাশ ;
ধরিবারে চাই, ধরিতে না পাই,
'জীবন জুড়াই হিয়ায় রাখি'
ডাকি বলে প্রাণ, খুঁজিছে আঁখি। ৯০

১৯

'চাঁদ আয়, আয় চাঁদ'
বলি তবে কাঁদি, কাঁদ ;
নিধি অনুপম, যথা তব মম,
চাঁদ বিনে † সম দুখের ভাগী,
কাঁদি দোঁহে আয় চাঁদের লাগি। ৯৫

* কণিকা।
† যে চাঁদ তোমার ন্যায় আমারও পক্ষে অতুলিত ধন, তাহার বিরহে

চাতক (ওয়ার্ডসোয়ার্থ)।

নভোলোক-পূতক্ষেত্রে নিত্য যাত্রা করি,
কে তুমি মোহিছ* প্রাণ গায়ক-প্রধান ?
ভাবনাবিষয়চিন্তা দুখের আলয়
জানি কিহে ধরারে করিয়ে পরিহার
ভরমিছ শূন্যপথে ? অথবা তোমার
উদ্ধগতি-প্রয়াসী পতত্র বটে হয়,
কিন্তু সদা বাঁধা কিহে নয়ন পরাণ, ৭
নীড়পুরে হিমাসক্তধরাগারে স্মরি † ?
এবে তব পতত্রযুগল
বটে গতিবশে কম্পচল ;
সহসা নিরোধি গতি তার,
পরবেশ পার করিবার
যথেচ্ছসম্পাতে নীড়পুর,
বিরমি ‡ সে সঙ্গীত মধুর। ১৪

অপর সুকণ্ঠ পাখী করুক কাকলী,
ছায়া-তমো-নিগমন-কানন-শরণ,
অনাবৃত করদীপ্ত উজ্জ্বল আলোকে
প্রতিদ্বন্দ্বরহিত তোমার অধিকার ;

* গানদ্বারা। "গায়কপ্রধান' বিশেষণের ইহাই সার্থকতা

† কুলায়গৃহ স্মরণ করিয়া ধরাতলে হৃদয় বাঁধা।

‡ নিবৃত্ত।

অলৌকিক-ভাবগর্ভ সঙ্গীত তোমার
সে আলোকক্ষেত্র হ'তে, মোহিবারে লোকে,
সুতান-তরঙ্গে বহি হরে জীবমন। ২১
না ভুলি কুলায় লক্ষ্য উর্দ্ধে যাও চলি।
আদর্শ-আলোকে * তব জ্ঞানী
সংসারে সঞ্চরে অনুমানি †;
উর্দ্ধগ, তবু না দিশাহারা,
স্থিরলক্ষ্যে সদা হেরে তারা
স্বর্গ আর সংসারভবন
হয় যথা অবাধমিলন ‡। ২৮

পিঞ্জরমুক্ত পাখী।

কানন নিবাসে বাস করিতাম সুখে,
বনফলে ক্ষুধানল করি নির্ব্বাপণ,
পল্বল-শীতলজলে তৃষা নিবারণ।
সঙ্গীত-লহরী কত খেলিত এমুখে!

* দৃষ্টান্তরূপ-দীপসাহায্যে।

† আমি অনুমান করি।

‡ তুমি যেরূপ উর্দ্ধগামী হইয়া ধরাতলস্থিত নিজ কুলায় বিস্মৃত হও না, জ্ঞানীও সেইরূপ স্বর্গীয়তালাভে সমুন্নত হইতে গিয়াও পার্থিব কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া পড়েন না, স্বর্গীয়তা ও সাংসারিকতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলেন।

মনোজ্ঞ-পল্লব-শোভী বিটপীর কোলে
নিরাতঙ্কে নিদ্রা-অঙ্কে নিতাম শরণ ;
জাগি—প্রিয়-সমাগমে প্রফুল্লিতমন—
গাইতাম প্রাণ খুলি সুমধুর বোলে।

প্রশস্ত প্রশান্ত প্রাণ প্রান্তর-প্রমাণ *,
আশার আলোকপাতে নিত্য দীপ্তিময়,
তমোজালবিস্তারের নাহি ছিল ভয়।
ভাসায়ে কানন-স্রোতে বহিত সুতান। ১২

তরুহ'তে তরু'পরে যাইতাম ছুটি
উড়ি উড়ি,—লঘু মম দেহ প্রাণ যথা† —
কেমন দাসত্ব-ভার জানিনি সর্ব্বথা।
শ্রম-ক্ষম অক্লম ‡ আছিল পক্ষ দুটি। ১৬

বহিত এ কণ্ঠে সদা প্রমোদ-সুতান—
উল্লাসের যোগ্য ভাব৷ মানস-হরষে
চলিতাম যবে বায়ু-বারিধি উরসে ¶,
তুলি পক্ষ-পা'ল, যথা চাহিত পরাণ। ২০

---

* মাঠের ন্যায়।

† প্রাণ-লঘুত্বের কারণ।

‡ ক্লান্তিহীন।

¶ বক্ষে।

রবি শশী উদি অস্ত যায় পুনরায়,
অন্তহীন সুখ মোর জানিতাম মনে ;
স্বচ্ছন্দসঞ্চার মম বিজন কাননে—
তুচ্ছ মানি রাজপদ যার তুলনায়—, ২৪

জানিনি স্বপনে হায় অবসান তার
হবে কভু। "অনর্থ কাহার নাহি করি,
অরি মম নাহি" ভাবি ছিলাম পাসরি
অকারণ পরদ্রোহ নৃশংস-আচার*। ২৮

একদা সায়াহ্নে বসি আপন নিলয়ে,
সঙ্গীত-লহরী তুলি পবন-হিল্লোলে,
আনন্দে আপনি মুগ্ধ আপনার বোলে,
আপনা পাসরি সুখে আছিনু নির্ভয়ে। ৩২

সান্ধ্যভানু-রাগরক্ত† পশ্চিম গগন—
শোভা হেরি রাগরক্ত‡ আমার অন্তর—,
অপূর্ব্ব রঞ্জিত তাহে নভে বারিধর,
গিরিতুল্য শত স্তরে শতেকবরণ। ৩৬

কি কৌশল মরি! সেই রাগ অনুপম
তিলে তিলে নব ভাব করিল ধারণ ;
উল্লাসে নাদিল কণ্ঠ, মাজল এ মন।—
দেখিতে দেখিতে হ'ল তিমির-আগম, ৪০

* ক্রূরের স্বভাব···ষষ্ঠীসমাস।
† রক্তবর্ণরঞ্জিত।
‡ সন্তোষবশতঃ অনুরক্ত।

অতুলন দৃশ্য সেই করি আবরণ ;
নিরখিতে নারে আঁখি, ডুবিল তরণি * ।—
সহসা শিহরে অঙ্গ, নাচিল ধমনী,
তীব্রবেগে শোণিত করিল বিচরণ ; ৪৪

দারুণ হৃদয়পিণ্ডে লাগে অভিঘাত :
ছিনু যেন অবলম্ব করিয়ে আশ্রয়
গভীরগহ্বর উচ্চতটে এসময়
অপসারে † সহসা হইল ভৃগুপাত ‡ । ৪৮

আছিলাম আশা-যষ্টি করিয়ে আশ্রয়
চিন্তা ভয় করি জয় ; ধরি নরাকার
ফেলিলা বিধাতা, যষ্টি কাড়িয়ে আমার,
বিপত্তি-গহ্বরে মোরে হইয়ে নির্দ্দয়।

হায় রে বিটপি, তোরে পিতা গণ্য মনে
ছিনু এত কাল অঙ্ক করিয়ে আশ্রয়,
অরি-করে অরপণ ¶ উচিত কি হয় ?
চিরসখ্য, পল্লব, আছিল তব সনে, ৫৬

* সূর্য্য, স্ত্রীলিঙ্গে নৌকা।

† আশ্রয়ের অপসারণে।

‡ অতটপ্রপাত হইতে, পর্ব্বতের সানু হইতে, পতন।

¶ অর্পণ।

তবে কেন দিলি খুলি নীড়পুরদ্বার,
দেখালি তস্করে ? মরি হায় সমীরণ,
মধুর সঙ্গীতে তোরে করি যে রঞ্জন,
উদ্ঘাটিলি কেন পত্র-কবাট আমার ? ৬০

স্তব নিত্য করি তব সায়াহ্নে, তপন,
ভকতি-বিভোর তানে মোহিত অন্তরে,
কিহেতু আলোকে পথ দেখালে তস্করে ?
শশব্যস্তে কেন অস্তে না কৈলে গমন ? ৬৪

আবরিতে দৃষ্টিপথ কেন রে তিমির
এতেক বিলম্ব আজি ? বুঝি অভাগার
বিষাদের অন্ধকার * বাসনা তোমার
আছিল আনিতে সাথে, জানিলাম স্থির। ৬৮

অবতরি যেন মোরে ধরিল শমন,
চূর্ণ অস্থিপঞ্জর কঠিন করগ্রহে ;
অস্ত্রহীন ক্ষীণ দেহ ক্ষম † কভু নহে ;
বৃথা চেষ্টা জানি, তবু করি প্রাণপণ, ৭২

ক্ষীণ চঞ্চু নখরে করিনু বিদারণ
সে কঠিন করে ; ভুলি নিজ অপরাধ,
অদোষে প্রহারি রোষে মিটাইল সাধ ;
অভাগারে বাঁধি নিল আপন ভবন। ৭৬

* 'আনিতে'র কর্ম্ম।

† প্রতিকার সমর্থ।

হায়রে মানব, তুই নৃশংস এমন !
লোভবলে দুর্ব্বলে নিপীড় বিনা দোষে
আত্মরক্ষাপর হেরি বিনাশ সরোষে.
দোষী বলি, দ্রোহী বলি করিয়ে কীর্ত্তন ৮০

দৃঢ়লৌহপিঞ্জরে হইনু কারাবাসী ;
অর্দ্ধাহারে অনাহারে যাপি নিশি দিন,
কাতর অন্তর, দেহ অনুদিন * ক্ষীণ,
জীবনে বিতৃষ্ণ, সদা মৃত্যু-অভিলাষী। ৮৪

জীবন হইতে শ্লাঘ্য মরণ যেমন
প্রবোধ হইতে মম নিদ্রা সেই মত,
ক্ষণিক মরণ, যার হ'লে কুক্ষিগত,
কোথায় লুকায় ডুবি বিষাদ বেদন। ৮৮

নিদ্রা মম অনুপম সুখের নিদান ;
দেখিতাম নিত্য কত সুখের স্বপন,—
পুনঃ মম কানন আনন্দ-নিকেতন,
তাহে স্বগণের সঙ্গে হরষিত প্রাণ ;

বিটপিবিটপে মম সুখের কুলায়,
কিশলয়-শোভা-মাঝে কুসুম-সৌরভে ;
সায়াহ্ন-তপন-আভা অপরূপ নভে
শতবর্ণে শোভে পড়ি জলদমালায় ; ৯৩

---

* দিনে দিনে—বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব।

ছুটি ছুটি উড়ি সুখে গগন-অঙ্গনে,
তানের তরঙ্গে ঢালি মানস-হরষ,
আহরি সুমিষ্ট ফল ক্ষুধাপরবশ,
সেবি তটিনীর তীর তৃষা-সন্দীপনে। ১০০

সহসা সে নিদ্রাভঙ্গে মেলিয়া নয়ন
দেখি বন, তরু, পত্র, পুষ্প, ফল, নীর,
নভঃ, নীড়, খগগণ, তপন, নদীতীর
কোথায় গিয়াছে উড়ি, নাহি দরশন। ১০৪

বিষাদের দশা মম ঘন-* অন্ধকার :
স্বপন চপলালোক, ক্ষণ-পরকাশে
চমকি লুকায়ে পুনঃ, মানস-আকাশে
ঘোরতর সে তিমিরে প্রদানে আকার। ১০৮

কোথায় সুমিষ্ট ফল, সুশীতল বারি ?
পাত্র'পরে ভক্ষ্য পেয় ফেলি ঠেলি পায় ;
'কোথা নীড়' বলি শির পিঞ্জরের গায়
হানিনু, আকুল প্রাণ বাহিরিতে নারি। + ১১২

দেহ লৌহ-পিঞ্জরসমান অনুমান,
প্রাণ তাহে রহিবারে নাহি চাহে আর ;
পরিহরি অনাহারে শীর্ণ দেহাগার
বিধি-পরসাদে মম উড়িল পরাণ। ১১৬

*ঘন—মেঘ।
+কর্ত্তা প্রাণ।

দেহলয়ে বিলয় লভিল দুখরাশি ;
স্বাধীনতা-সম ধন আছে কিবা আর ?
মরি আমি বাঁচিনু, ঘুচিল দেহভার,
রহিতাম নহিলে আজিও কারাবাসী। ১২০

কাল।

কোন্ [illegible] করি বিদারণ রে
নিরগম* হইল তোমার ?
কোন্ মহাসিন্ধুপতি †—
সঙ্গলাভে স্থিরগতি,
বহিয়া চলিছ তুমি, বল অনিবার

কত ভাব, কত রূপ করিছ ধারণ রে,
অবধি পাইবে কেবা তার ?
স্থিরশান্ত ‡ হেরি ক্ষণে,
ক্ষণে নেহারি নয়নে
উত্তাল তরঙ্গ-মালা উরসে তোমার। ১০

* নির্গম।
† স্ত্রী সিন্ধু তটিনী জানি, পুং সিন্ধুর হয়।
দেশ, নদবিশেষ, বারিধি—ভেদত্রয়।
মহাসিন্ধুপতি = মহাসাগর।
‡ বিশেষণ-কর্ম্মধারয়।

বুদ্বুদ-উদয় কত, কত হয় লয় রে
তব বক্ষে, সঙ্খ্যা নাহি তার।
কে জানে আরম্ভ কবে,
অবসান কিসে হবে?
অকূল * নেহারি তোমা অনন্ত অপার ১৫

সাগর বলিয়ে তোমা ক'রি অনুমান রে ;
কিন্তু তার আছে তটভূমি,
দৈর্ঘ্য বিস্তৃতির মান ;
পরিণাহ-পরিমাণ
নাই তব ; অসীম অতট বট তুমি। ২০

সাগরের যেই স্থানহ'তে একবার রে
করি যাত্রা পোত-আরোহণে,
ফিরি তথা পুনরায়
আসি ; কিন্তু ফিরি পায়
অতীত মুহূর্ত্ত কেবা কবে কি সাধনে? ২৫

কি তুমি, কে তুমি—মম নাহিক নির্ণয় রে,
উপমা দিব বা সনে কার?
তোমারি মতন তুমি ;
পাতাল, স্বরগ, ভূমি
চিরমগ্ন সর্ব্বগ্রাসী স্বরূপে তোমার ৩০

* বংশ বৃন্দ হয় কুল, তটবটে কূল।

অজন্মা, অমর তুমি, নিত্য-আধষ্ঠান রে ;
সর্গের * ছিল না যবে কথা,
তুমি ছিলে নিত্যস্থিত,
লয় যবে পাবে ক্ষিতি,
অনন্ত বিশাল তুমি রহিবে সর্ব্বথা। ৩৫

বিশাল তোমার মত আছে কি কোথায় রে ?
নাহি কিছু অতীত তোমার।
আছে, ছিল, হবে যত,
তোমার উদর-গত ;
হবে স্থান কিসে তব উদরে কাহার ? ৪০

তোমার কর্ত্তৃত্ব, কাল, সবাকার পরে রে,
সার্থক ধরিছ কাল নাম ;
ঘটনা-বিবর্ত্ত † যত,
ঘটে তব অনুগত ;
জন্ম, স্থিতি, লয়, আদি, মধ্য, পরিণাম, ৪৫

তোমারি অধীন হেরি সম্পদ বিপদ রে,
শুভাশুভ, উত্থান পতন ;
আনন্দ সুখের হাসি,
বিষাদের বাষ্পরাশি
সিন্ধুদয়ে বিন্দু যথা রহে নিমগন। ৫০

---

* স্বভাব, নির্ম্মোক্ষ, সৃষ্টি, গ্রন্থপরিচ্ছেদ।
বিনিশ্চয়—এই পাঁচ হয় সর্গভেদ।

† পরিবর্ত্তন, পরিণতি।

হাসাও কাহারে তুমি কারে বা কাঁদাও রে ;—
নিশায় দিবস অনুমান *,
উতসবে † দীপমালা
হাসে ; চিতানলজ্বালা,
অদূরে প্রকাশি, হেরি § কাঁপায় পরাণ । ৫৫

আনন্দের কোলাহলে গীতবাদ্যনাদে রে
পূর্ণ পুরী ; নয়নের মণি
অদূরে ¶ হারায়ে হায়,
কাঁদিয়ে কাঁদায় মায় ;
বিবাহসঙ্গীত-পাশে রোদনের ধ্বনি । ৬০

অনুগত কারো নও, নাহি পক্ষপাত রে ;—
মন্থর গমন তব চাহে
আনন্দিত সুখী জন,
ভাবিদুঃখশঙ্কি মন ;
চলিছ আপন মনে, লক্ষ্য নাহি তাহে । ৬৫

---

* বহুব্রীহি ; 'হাসে' ক্রিয়ার বিশেষণ

† উৎসবে ।

§ আমরা দেখিতে পাই ।

¶ উৎসবপূর্ণ পুরীহইতে ।

বিষাদদুর্দ্দিন-ক্লিষ্ট নরের অন্তর রে,
ভাবিসুখ-আশাপূর্ণ প্রাণ
বৃথা যাচে তব দ্বারে
শীঘ্র গতি, লভিবারে
আশার পূরণ কিবা দুখ-অবসান *। ৭০

হইতেছি তব বক্ষে নিত্য অগ্রসর রে,
ফিরিবারে নাহি পারি আর ;
পরমাদে † সেবি পাপ,
উপজয়ে মনস্তাপ,
অতীতে ডাকিতে সাধ হয় আর বার ! ৭৫

কুসঙ্গে, কুশিক্ষাবশে, আলস্যের ‡ দোষে রে
হইতেছে অনর্থ ঘটন ;
উপাড়ি সে বিষদ্রুমে
রোপিতে জীবন-ভূমে §
সুকৃত-চন্দনতরু চাহে সদা মন। ৮০

স্থল কিংবা জলপথে করিয়ে প্রয়াণ রে,
ফিরি আসি ধরি পূর্ব্বপথ ;
কিন্তু বল কেবা পারে
আশা পূর্ণ করিবারে,
পুনর্যাত্রা তোমাতে যাহার মনোরথ ? ৮৫

---

* এই পংক্তিতে ক্রমবিপর্য্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

† প্রমাদে ; অনবধানতাবশতঃ।

‡ অভেদসম্বন্ধ ; আলস্যরূপ দোষে।

§ জীবন-ভূমিতে, অতীতজীবনরূপ ক্ষেত্রে।

সর্ব্বদর্শী তুমি, তব নাহি অগোচর রে।
শূরমণি, লভি রণে জয়,
করি বহু বহুমান,
করে রাজ্য প্রতিদান,
অরির বীরত্বে তুষ্ট, উদার-হৃদয়। ৯০

উপদ্রুত *, পত্নী, সুত, প্রজাকুলতরে রে
কৈল অরি আয়ুধ গ্রহণ,
দস্যু বলি বধ তার—
এই বটে বীরাচার!—
করেছ উভয় দৃশ্য তুমি দরশন। ৯৫

প্রকৃতিরঞ্জনতরে সতীকুলমণি রে
বিবাসিত; প্রজার রোদন
অবহেলি গর্ব্বভরে,
জাতি, কুল, মান হরে
নৃপতি,—উভয় চিত্র হেরেছে নয়ন †। ১০০

জীবহিতে কৈল কেহ জীবন অর্পণ রে,
'ধরা মোর লাগি' ভাবি কেহ,
উদি ধূমকেতুপ্রায় ‡
ধরারে পিষিল হায়;
দুই চিত্র অঙ্কিত ধরিছে তব দেহ। ১০৫

* উপদ্রুত হইয়া।
† তোমার চক্ষু।
‡ ধূমকেতুর উদয়ে লোকক্ষয় হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

ভারতের বীরদাপ—স্মৃতিমাত্রশেষ রে *—,
মুনিতপোবনে হোমানল—
কভু কি জ্বলিবে আর ?
জ্ঞান বিজ্ঞানের † সার,
ক্ষাত্র তেজ, আর্য শক্তি, জ্ঞান সমুজ্জ্বল, ১১০

কিছু ত না ছিল, কাল, তব অগোচর রে ;
এবে তার এ কি পরিণতি ?
তব চক্র-আবর্ত্তনে
অধোগত ‡ এই ক্ষণে ;
পরমুখপ্রেক্ষা বিনা নাহি অন্য গতি। ১১৫

ভাসি ভাসি তব বক্ষে চলেছি কোথায় রে ?
কি লাগি আইনু কোথা হ'তে ?
যথা যাই যে কারণে ¶,
তোমারে, জানি রে মনে,
অতিক্রম করিতে নারিব কোনমতে। ১২০

অনুকূল প্রতিকূল হেরি সংঘটন রে,
গুণ দোষ আরোপ তোমাতে
করি ; নিত্য নির্ব্বিকার
কিন্তু স্বরূপ তোমার
জানি ; গুণদোষলেশ নাহিক তাহাতে। ১২৫

---

* স্মৃতিমাত্র নিত্যসমাস, স্মৃতিমাত্রশেষ বহুব্রীহি।
† জ্ঞান অধ্যয়নলব্ধ, বিজ্ঞান অনুভবসিদ্ধ।
‡ চক্রের আবর্ত্তনে নিম্ন স্থান উর্দ্ধগত এবং উর্দ্ধদেশ নিম্নগামী হয়।
¶ যে অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধনে।

কাচপাত্রে বর্ণ ধরে নিরমল * বারি রে
আধারের বরণ যেমত ;
এক আত্মা, নির্ব্বিকার,
ঘটে ঘটে ভিন্নাকার ;
উদাসীন পুরুষ প্রকৃতি-অনুগত †। ১৩০

তত্ত্ব-আলোচনে গর্ব্ব ‡ খর্ব্ব সবাকার রে.
নানা মুনি ধরে নানা মত ;
আদি অন্ত নাহি পাই,
না বুঝি বুঝাতে যাই ;—
তত্ত্ব যত তোমার প্রত্যক্ষ § জ্ঞানগত। ১৩৫

গুণাতীত ¶, নিত্যস্থিতি ; কত না ঘটনা রে
ঘটিতেছে, তাহে নির্ব্বিকার ;
কে করিবে পরিমাণ ?—
চিন্তিয়া স্তম্ভিত প্রাণ ;
ভক্তিভরে তোরে, কাল, করি নমস্কার। ১৪০

* নিৰ্ম্মল অতএব বর্ণবিশেষবিহীন।

† গুণ, ক্রিয়া, ভোগ, দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ে।

‡ পাণ্ডিত্যাভিমান।

§ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সমক্ষ, ও অন্বক্ষ এই চারি স্থলে অক্ষিশব্দ অকারান্ত হইয়া যায়। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ অপেক্ষা প্রবলতর।

¶ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, ইহার একটিরও ক্রিয়া তোমাতে লক্ষিত হয় না।

সতী সুলক্ষণার অন্ত্য গতি।

ভারতে সতীর চিতা হয়েছে নির্ব্বাণ,—
　　চিতাশয্যা করি আরোহণ,
　　ভাজ যেন বাসর-শয়ন *
পতিসনে, হুতাশনে, তৃণের সমান †,
বিসর্জ্জন আর নাহি করে সতী প্রাণ।　　৫

রণমদে যোদ্ধৃবর মাতি রণাঙ্গনে—
　　বৃত্তিভোগী অর্থ-অভিলাষী,
　　জয়েচ্ছু, কতাথ জীব নাশি
ভগ্নপদ ক্ষতদেহ অরি-প্রহরণে,
তথাপি না দেয় ভঙ্গ, যুঝে প্রাণপণে।　　১০

অর্থলোভ, যশোলিপ্সা, জয়-ইচ্ছা মনে
　　ধরে শক্তি করিবারে জয়
　　দেহের যাতনা মৃত্যুভয় ;
　　পতিপ্রেম ধরে বল অতুল—কেমনে,
　　ভারতে দেখিতে পাই সতীর জীবনে　　১৫

---

* শয্যা ; অধিকরণে অনট্।

† তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া।

পরাজিল কত পতিপ্রাণহারী কালে
আর্য্যসতী, বিরহ উত্তরি
দাহমুখে * ; সহিব কি করি
সে গৌরব আবৃতি বিস্মৃতি-তমোজালে ?
স্বর্ণবর্ণে রাখ লিখি ভারতের ভালে। ২০

দেহ সাক্ষ্য, যে না লেখা মৃতগণনায়,
পতিপ্রেম করে কিসে জয়
অনলপ্রতাপ মৃত্যুভয়,
কেমনে বিরহবহ্নি অনলে নিভায়
সোণার প্রতিমা সতী পতির চিতায়। ২৫

চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষবলে বল বিশ্বজনে—
ভারতগৌরবে অবিশ্বাসী
শুনুক আনতমুখে আসি—
চিতা-অধিরোহণী আরোহি পতিসনে
দেহমুক্তি সুখে † সতী লভিত কেমনে। ৩০

গৃহ ত্যজি পাতি শয্যা ভবন-অঙ্গনে,
কে তুমি শয়ান, কিবা দুখ,
বসনে আবৃত কেন মুখ ?
কি হেতু পুরুষ নারী বিষণ্ণ বদনে
বসি পাশে, বাস্পরেখা সবার নয়নে ? ৩৫

---

* দাহরূপ উপায়ে।

† দেহমুক্তিরূপ সুখ লাভ করিত অথবা আনন্দের সহিত (বা অনায়াসে) দেহমুক্তি লাভ করিত।

কিহেতু কপোলে শুষ্ক নয়নের নীর ?
থেমেছে রোদনধ্বনি কেন ?
কেন ভাব ধরিয়াছে হেন,
বর্ষণান্তে প্রকৃতির যথা, সুগম্ভীর ?
চাহি আছে কার পানে দৃষ্টি করি স্থির ? ৪০

অপর প্রকোষ্ঠে এ কি শুনি বাক্যালাপ ?
"ধরি পায়, চাহ মুখপানে ;
কার হাতে সঁপি কোন্ প্রাণে
যাইবে দুধের শিশু ? না ক'র এ পাপ ;
কলিকা সহিতে কিগো পারে বহ্নিতাপ * ?- ৪৫

"লক্ষ্মণ দেবর মম বিধির কৃপায় ;
তাহার গৃহিণী তুমি মোর
সোদরা-অধিক ; করে তোর
সঁপি শিশু নিশ্চিন্ত অন্তর ; পাল তায় ;
যাই বোন্ হাসিমুখে দাওগো বিদায়।"— ৫০

"সে কি, বউ ? ফুল তুমি গৃহ সরোবরে,
তাই তোরে ডাকি ফুল বলি ;
কোন্ প্রাণে ছাড়ি যাবে চলি ?"—
"গন্ধহীন ফুল এবে : কেন আঁখি ঝরে ?
সাধের ননান্দা শান্তে† প্রশান্ত অন্তরে ৫৫

---

* মাতার অভাব শিশু কিরূপে সহিবে ?
† সীতা দেবীরও শান্তা নামে ননান্দা ছিল।

দাও অনুমতি মোরে ; ছায়া আমি যার,
কিসে রহি তাহার বিহনে ?” —
“দাস দাসী হ’য়ে ও চরণে
সেবিব ; দেবতা গৃহে রহ. পরিহার
করি মৃত্যু-অভিলাষ—মিনতি আমার।”— ৬০

“নিত্যব্রত তব যার মানসপূরণ,
আজি কেন প্রতিকূল তার ?
সুনিশ্চিত পতন লতার
জান না, দেবর, তুমি, উপাড়ে যখন
মাতঙ্গ আশ্রয়-তরু ; দেহের লক্ষণ ৬৫

বলেছিল লাক্ষণিক দেখিয়া শৈশবে,
‘বৈধব্য না ঘটিবে আমার’,
তাহে নাম হইল প্রচার
সুলক্ষণা ; হবে শুভ দিন হেন কবে ?
সেই বাক্য সে নাম সফল আজি হবে। ৭০

দেহবদ্ধ, দোঁহে ছিল বিবাহবন্ধন,
দেহমুক্ত আত্মা দোঁহাকার
তাহে বদ্ধ হইবে আবার।
শেষ বাঞ্ছা অভাগীর করহ পূরণ ;
পতির সঙ্গিনী হব, কর আয়োজন। ৭৫

পিতা হ'য়ে ভ্রাতৃসুতে করিবে পালন ;
তার লাগি নাহি চিন্তা মনে।—
কেন অশ্রু সবার নয়নে ?
ছি ভাই, ছি বোন্, ছি মা, প্রতিবেশিজন,
করহ আনন্দধ্বনি, সাজে কি রোদন ?" *—

লাবণ্য-প্রতিমা এক দাঁড়ায়ে অঙ্গনে,
পরি বাস অমল ধবল,
ভূষা শঙ্খবলয় কেবল ;
রক্ততর ওষ্ঠাধর তাম্বূল-চর্ব্বণে,
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু; হাসি সুবদনে। ৮৫

মা মা বলি কাঁদে পুত্র, কোলে লয় † তুলি
মাতৃ-অঙ্কে, 'এই মা' বলিয়া,
চুমি মুখ, দিলেক তুলিয়া।
জ্বালি পরদীপ, তাহে ধরে করাঙ্গুলি ;
অবিকৃত মুখে রহে অগ্নিতাপ ভুলি। ৯০

* পাঠক দেখিতেছেন এই পুণ্যশ্লোকা মহিলা দেবর, যাতা, ননান্দা, ও প্রতিবেশীর কিরূপ আদরের বস্তু। পতিবিয়োগভিন্ন তাঁহার জীবনে অনাসক্তির কোনও কারণ নাই; তদুপরি প্রতিপচ্চন্দ্রনিভ তনয় তাঁহাকে মৃত্যুপরাঙ্মুখী করিয়া বরং জীবনের দিকেই স্বভাবতঃ আকৃষ্ট করিতে পারে।

† কর্ত্তা কে ?

পাকশালে পরমান্ন ফুটে চুল্লী'পরে
টগ্ বগ্ ; সবে রুদ্ধবাক্
হেরি করে করিবারে পাক ;
নয়ন আনন ক্লেশচিহ্ন নাহি ধরে ;
নিজবলে অবলা অনলে জয় করে। ৯৫

চড়ি শব-শিবিকায় চলি যায় পতি,
বর যথা বিবাহ-সভায় ;
পশ্চাতে সহাস্য আস্যে* ধায়
যেন † হেন মনে ভাবি ; উপনীত সতী
হইলা নদীর কূলে চলি দ্রুতগতি। ১০০

স্নানশুদ্ধ পতিদেহে নবীন বসন,
নব উত্তরীয় পরাইলা ;
নব বাস আপনি পরিলা
স্নান-অন্তে ; কৈলা ভালে সিন্দূর লেপন।
চিতাশয্যা'পরে শব করিল শয়ন। ১০৫

প্রদক্ষিণ করি চিতা পতির চরণে
বন্দি, কহে গদগদ ভাষে,
কৃতাঞ্জলি গললগ্নবাসে,—
"তোমালাগি দাসী তব পশে হুতাশনে,
পরাণ জুড়াও, নাথ, অভয় বচনে। ১১০

* মুখে।
† "বিবাহ সভার দিকে গতি হইতেছে ভাবিয়া" এইরূপ মনে হয়।

হ'য়ে চিরসঙ্গিনী সেবিব ও চরণ,
অন্য সাধ নাহি মম মনে ;
মরণান্তে স্থান ও চরণে,
দে'খ নাথ দিও*, পায় ঠেল না কখন
অভাগীর মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ"। ১১৫

জ্বাল চিতা ; লভি সতী-অঙ্গপরশন
পাবক † পবিত্র ধন্য হবে ;
গুগ্‌গুল, চন্দন, ধূপ, কবে
ঘৃত দিবে উপহার ? সুবাস ‡ কখন,
সতীগাত্রবাসপূত, বহিবে পবন ? ১২০

বলে বামা অনলে করিয়া সম্বোধন,
কৃতাঞ্জলি, নতপূর্ব্বকায় §.—
"লহ, দেব, শোধিয়ে আমায়
নিজ গুণে ¶, পতিসনে ঘটাও মিলন ;
মন জানি, মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ" ১২৫

* কর্ম্ম—'স্থান'।
† পূ (শোধনে)—ণক (কর্ত্তৃ বাচ্যে)।
‡ অর্থাৎ ধূপ, ঘৃত, গুগ্‌গুল, ও চন্দনের।
§ একদেশি সমাস। একবচনান্ত একদেশী বা অবয়ববীর সহিত পূর্ব্ব অপর, অধর, উত্তর ইত্যাদি একদেশ বা অবয়ব বাচকের সমাস হইলে, পূর্ব্বাদির পূর্ব্বনিপাত হয়।
¶ আমি যেরূপ অপবিত্র, তোমার অনুগ্রহ—ব্যতিরেকে আমার শুদ্ধিলাভ অসম্ভব।

বন্দি*, পতিপাশে সতী করিল শয়ন ?
উল্লাসে জ্বলিল হুতাশন,
প্রচণ্ড উত্তাপ, ঘোরস্বন ;
স্থির সতীগাত্র, স্থির সে কর চরণ,
না নড়ে একটি কেশ, নাহিক স্পন্দন। ১৩০

কণ্ঠ নাসিকায় নাই রবের স্ফুরণ।
তবে দেহপিঞ্জরের পাখী
চলি কিরে গেছে দেহ রাখি ?—
আইস পুষ্পকরথ, করি আরোহণ
পতিসনে যা'ক সতী অমর-ভবন। ১৩৫

বরষ কুসুমরাশি অমর নিকরে ;
নৃত্যগীত করহ কিন্নর ;
জয়ধ্বনি কর নারী নর ;
আন জয়স্তম্ভ, প্রোথি চিতাক্ষেত্র'পরে
সতীকথা রাখ লিখি সুবর্ণ-অক্ষরে। ১৪০

---

* অগ্নিকে।

চাতক (সেলী)।

এস এস, আনন্দ নিলয়।—
পাখী হেন কভু কিরে হয়?—
বায়ুপথে গেয়ে গান
সরল-সরস-তান,
ভাবে ঢল ঢল ঢালি দিতেছ হৃদয় ৫

উদ্ধ হ'তে উড়ি উদ্ধপানে,
গীতি-রস-মদমত্ত প্রাণে,
বিকিরি * অনলভাতি,
ত্যজি ধরা, গানে মাতি,
ছুটিছ, গাইছ ছুটি সুমধুর তানে। ১০

অস্তগ-তপন-পরকাশ,
স্বর্ণবর্ণচপলা বিলাস †,
তাতে কাদম্বিনীহাসি ;
যেন চিদানন্দরাশি ‡
নাচি সেই করে তুমি ভজ নীলাকাশ ১৫

* বিকিরণ করিয়া।
† পরকাশের বিশেষণ।
‡ চাতকের (তুমি শব্দের) বিশেষণ।

ম্লানরক্ত* সন্ধ্যা-অবসান
হের † তব ছুটি গাও গান,
নেত্র-অগোচর তথা
ভানুকরে তারা যথা,
শ্রুতিমাঝে পশে তবু প্রমোদ সুতান। ২০

হের রৌপ্যগোলক নিশায়
কর-ইষু ‡ বরষে ধরায়,
উষাগমে ম্লান অতি,
তবু আছে এই মতি,
দূরে তথা শুনি গান জানি হে তোমায়। ২৫

নিনাদিছে ভূতল গগন
তথা তব সঙ্গীতনিস্বন,
ঘনশূন্য নিশাকালে
একঘন-অন্তরালে
নভে যথা ছায় শশী কর-বরষণে। ৩০

নাহি জানি স্বরূপ তোমার,
সরূপ§ বট বা তুমি কার?
ইন্দ্রচাপশোভী ঘন
দীপ্তবিন্দু বরষণ
নাহি করে হেন যথা তুমি সুধাসার ¶ ৩৫

* বিশেষণ কর্ম্মধারয়। † সন্ধ্যার পরও গান থামে না।

‡ কিরণবাণ। § স্বরূপ ও সরূপের অর্থভেদ স্মর্ত্তব্য। সরূপ=তুল্য।

¶ অমৃতের (গানামৃতের) ধারাসম্পাত তুমি যেরূপ বর্ষণ কর।

কল্পনা আলোক আবেষ্টনে
স্তুতিগীতি করি নিজ মনে *,
যথা লোক হৃদয়াগার †,
আশা ভয় আপনার
সঞ্চারি, সঞ্চালে কবি কবিত্ব পবনে ‡ ৪০

নির্ব্বাপিতে মরমের জ্বালা
বিজনে যেমতি কুলবালা,
প্রাণ খুলি গেয়ে গান
মধুর করুণতান,
বহায় আপন কক্ষে গীতি-উর্ম্মিমালা। ৪৫

খদ্যোতিকা সুবর্ণবরণ
হিমসিক্ত গুহায় যেমন,
পুষ্পশস্পমাঝে কায়
লুকাইয়ে, উড়ি ধায়,
অন্তরীক্ষচর আভা করে বিকিরণ। ৫০

কিবা পুষ্প গোলাপ যেমন,
হরিতপল্লব আবেষ্টন,
সৌরভে আকুল করে,
যবে পবন তস্করে,
সন্তাপের বলে দলে § করয় হরণ। ৫৫

---

* আপনার মনে, স্বাধীন ও সহজ ভাবে।
† 'সঞ্চালের' কর্ম্ম।
‡ তুমি ও তত্তুল্যকর্ম্মা।
§ পত্র।

নবীনবারিদ-ধারা-রব
তৃণের ঝলসে : অভিনব,
উজল, সুখদ যত,
পুষ্প-আদি আছে কত,—
সঙ্গীতসকাশে তব মানে পরাভব। ৬০

কি মধুর ভাব চিতে লীন—
পাখী কিবা জীব দেহহীন—
কহ কার পরকাশ ;
প্রণয়ি-হৃদয়োচ্ছ্বাস
না বহে অপূর্ব্ব হেন তানে কোন দিন। ৬৫

বিবাহ-সঙ্গীত একতান,
বিজয়মঙ্গলগীতিগান,
অসার অসারপ্রায়
তব স্বর-তুলনায়,
অপূর্ণ কি আছে যেন সদা হয় জ্ঞান। ৭০

তোমার সুস্বর-সুধাঝর *
কোন্ নদী, ভূধর, প্রান্তর ?
স্বপ্রেম † কি ? কিবা শোভা,
নভে ভূমে মনোলোভা ?
কিবা দুখ-অনাস্বাদ ‡ ?—জিজ্ঞাসু অন্তর। ৭৫

---

* অর্থাৎ তোমার মিষ্ট গানের প্রবর্ত্তক হেতু।
† জ্ঞাতি-প্রণয়।
‡ দুঃখ আস্বাদন কর নাই ইহা—কি সুস্বরের কারণ ?

হৃদে নিত্য আনন্দ উল্লাস—
আকুলতা করে কিসে বাস ?
কভু অসুখের লেশ
নাহি লভে পরবেশ।
কর প্রেম—নিতই নবীন অবিনাশ ৮০

জাগি কিবা নিদ্রায় মগন,
মর্ত্ত্যাতীততথ্য নিরূপণ,
মৃত্যুতত্ত্ব চিন্তি, কর,
তাহে বিশদ অন্তর,
বিমল প্রবাহে সুধা বরষে বদন। ৮৫

আগু পিছু চাহি বার বার,
নাহি যাহা কাঁদি লাগি তার,
প্রাণ খুলি হাসি হাসি,
তাহে মিশি * দুখরাশি,
মানি গীতি মধুর করুণরসাধার † ৯০

তথাপি, গরব, ঘৃণা, ভয়
যদি পারি করিবারে জয়,
কভু নাহি ঝরে আঁখি
তবু কিসে পাশে, পাখি,
দাঁড়াই ?—জীবন তব চিরসৌখ্যময় ৯৫

* মিশিয়া রহে (উহ্য)। সংসারীর কথা হইতেছে।

† করুণরসপূর্ণ সঙ্গীতই সমধিক মধুর। আমাদের অতি মধুর গানও করুণভাববাঞ্জক।

ভূমিহ'তে ঊর্দ্ধে তব গতি * ;
কবি যদি এগীতি শকতি
লভে, কিবা তার কাছে
স্বর-মধুরিমা আছে ?
গ্রন্থমাঝে হেন নিধি করে কি বসতি † ? ১০০

যে আনন্দ হৃদয়ে তোমার,
অৰ্দ্ধভাগ দেহ মোরে তার ;
এমুখে ঝরিবে তান
মত্ত সুমধুর, প্রাণ
কাড়ি লবে যথা মম ‡, শুনিবে সংসার। ১০৫

* প্রকৃত কবিরও অপার্থিবতা আবশ্যক।

† শব্দলালিত্য ও ভাবগাম্ভীর্য্য এই দ্বিবিধ কাব্যাঙ্গের উল্লেখ করা হইতেছে।

‡ আমার প্রাণ যেরূপ তোমার গানে কাড়িয়া নিয়াছে।

ফুল।

কিহেতু নিভৃত বাস সেবি একাকিনী গো
অচল-কন্দরে,
পুষিছ, বল না, কিবা অতুল বিমল গো
আনন্দ অন্তরে ?
হাসিমাখা মুখখানি পূত-দরশন * গো,
রূপে ঢল ঢল,
নিরখি † জুড়ায় আঁখি পরাণ আমার গো
কান্তি নিরমল।
সুচারু রূপের আভা করি বিকিরণ গো
এ বিজন স্থানে,
কেন, বল, ফুল-বালে, রয়েছ চাহিয়া গো
আকাশের পানে ?
রূপে মুগ্ধ ‡, সান্ধ্যভানু-শোভা মনোরম গো
নিরখি অম্বরে,
নিমেষ-অলস নেত্র করেছ অর্পণ গো
দেখিবার তরে ?
আসন্ন বিয়োগ জানি § বিষাদের রেখা গো
না হেরি আননে ;

* বহুব্রীহি। মুখকর্ম্মক দর্শন।
† কর্ত্তা কোথায় ?
‡ হইয়া (উহ্য)।
§ কর্ত্তা কে ?—যাহার আনন।

জান না তিলেকে ভানু পড়িবে ঢলিয়া গো
পশ্চিম গগনে * ?
গগননীলিমা স্নিগ্ধ করিল হরণ গো
পরাণ তোমার ?
জান না তিলেকে হবে নভে আবরিতে গো
তিমির সঞ্চার ?
যবে আসি, সদা তোমা পাই দেখিবারে গো
প্রসন্ন-আনন—
বিষাদের নাহি লেশ—,অবিচ্ছেদে কারে গো
কর দরশন ?
অপবিত্রভাব-গন্ধ † নাহিক তোমার গো
সে প্রফুল্ল ‡ মুখে ;
বিশুদ্ধ প্রণয়রসে § আছ হাবুডুবু গো,—
অনুপম সুখে।
নাহিক বিরহ-কীট সে প্রেম-কুসুমে গো,
ধন্য বলি মানি ;
আদান প্রদান তব নিত্য কার সনে গো,
আমি নাহি জানি ।

* ফাল্গুন, গগন, ফেন এই শব্দত্রয়,
মূর্দ্ধন্যকল্পনা তাহে বর্ব্বরের হয়।

† লেশ, অত্যল্প পরিমাণ।

‡ প্র—ফুল্ল—অচ্। প্র-ফুল্ল-ক্ত = প্রফুল্লিত। ফল-ক্ত = ফুল্ল
প্র-ফল্—ক্ত = প্রফুল্ল।

§ যাচ্ঞা প্রেম, বিস্রম্ভ প্রণয়ভেদ হয়।

এহেন পবিত্র ভাব প্রণয়-বন্ধনে গো
না দেখি সংসারে ;
বল, সতি, মানিতেছ কার প্রেম লভি গো
ধন্য আপনারে।
প্রেমাবেশে, ফুলসতি, মুখপানে কার গো
রয়েছ চাহিয়া ?—
বাত-আন্দোলন ছলে লুকাইয়ে মুখ গো
মূক কি লাগিয়া ?
পতিসমাদরে ধন্য পতিপ্রাণা সতী গো
মানে আপনারে,
লাজে মূক হেটমুখ রহে, পতিনাম গো
জিজ্ঞাসিলে তারে।
নাহি কাজ, না করিলে, নাহি চাও যদি গো,
নাম উচ্চারণ ;
সঙ্কেতে দেখাও মোরে, হেরি তোর যারে গো
প্রফুল্ল আনন।
যদি ক্ষম নহে মম অরূপের রূপ গো
আঁখি দেখিবারে*,
দাও বর, ফুল হয়ে হেরি, চাহি রহি গো,
প্রাণ ভরি তারে।

---

* আঁখি কর্ত্তা, রূপ কর্ম্ম।

শ্মশান।

ধক্ ধক্ জ্বলে চিতার অনল,
ভীমরূপ, ভীমরব ;
হেরি সে অনল, আতঙ্ক প্রবল,
হৃদে কম্প-অনুভব।
দিবস নিশায় হেরি ভীমাকার ;
আপনি মীলয় * আঁখি ?
ভাবি—"কোন্ প্রাণে আপনার জনে
পোড়ায় চিতায় রাখি ?
সূচি-বিদ্ধ হায় হ'লে কভু যায়,
কত না বেদনা পাই,
মরিলে আমার সোণার শরীর
পুড়িয়া করিবে ছাই।"
মানী মানহীনে, নবীন প্রবীণে,
আঢ্যজন অকিঞ্চনে,
মূর্খ সুধীজনে †, বলী বলহীনে
নাহি ভেদ পিতৃবনে।
গর্ব্বি-গরব, বিভবি- বিভব,
পণ্ডিতের পণ্ডারাশি,
যুবার যৌবন, বলি-বলধন
বিফল হেথায় আসি।

---

* নিমীলিত হয়।

† কোবিদ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, বিপশ্চিৎ,
বিদ্বান্, মনীষী, ধীর, বুধ, যে পণ্ডিত।

হেথা আসি খর্ব্ব হয় সর্ব্ব গর্ব্ব * ;
আশার আশ্বাসবাণী
নীরব এদেশে. অনিশ্চিত সব,
নিশ্চিত মরণ জানি।

কলি †-রতি নর শান্তি-উপদেশ
আসি লাভ হেথা করে ;
পর-নিপীড়ক দক্ষিণতা ‡ নীতি
শিখে ক্ষণেকের তরে।

পাষাণে বাঁধিয়ে প্রাণ. নিজ করে
দহি প্রাণাধিক জন,
হেরি দশা তার মরম-ভেদক,
উদাস-উদাস § মন।

জননীর দেহ— আদরের ধন,—
চাহি ভাবি তার পানে,
"হায় রে অনলে আহুতি এ দেহ
দিব আমি কোন্ প্রাণে ?"

---

* সর্ব্ববিধ, সকল বিষয়ের, গর্ব্ব।

† হয় অন্ত্যযুগ, কলহ, সংযুগ
কলিশব্দ-অভিধান।

‡ সরল, উদারজন, যোগায় পরের মন.
দক্ষিণ জানহ এই তিনে।

§ প্রকারার্থে গুণবাচী করে দ্বিত্বাশ্রয়।

মায়ের আময় শুনি, গৃহ পানে
মনসনে দেহ ধায় ;
শুনি 'হরি বল', দূরে বহ্নিশিখা
হেরি প্রাণ উড়ি যায়।

শ্মশান অনলে, মরি একাধারে
তাপশৈত্য-অধিষ্ঠান ;
হায় সে অনল, পুড়ি কলেবর,
জুড়ায় নরের প্রাণ ;

দৈন্য-রোগ-শোক- ব্যসন *-বন্ধন-
বৈর তাপ নাহি রহে ;
কিন্তু স্নিগ্ধজন হৃদয়-ইন্ধন
শোকবহ্নিরূপে দহে।

ভক্তি-অনুরাগ স্নেহের যে নিধি
পুড়ি হেথা হয় ছাই ;
শেষ-শয্যাপানে, ছল ছল আঁখি,
আসি চাহি রহি তাই।

জনক, জননী. সুতা, সুত, জায়া,
সখা, স্বসা, সহোদর,
দেখ চাহি, কোথা, পশি হুতাশনে,
হ'ল নেত্র-অগোচর।

---

* কোপজ কামজ দোষ, বিপদ, ভ্রংশন—
এ সবারে সুধীজন জানেন ব্যসন।
এস্থলে বিপৎ।

আয় গো জননী, নয়নের মণি,
হারাইয়ে থাক যদি ;
হৃদয় ভেদিয়া, নয়ন-আসারে
বহি যাবে শোক-নদী।
স্নেহের জলধি শুকায়েছে যার,
দেখ চাহি হেথা আসি,
করহ প্রণতি, জননীর দেহ,
যথা হ'ল ভস্মরাশি।
দেখিলে শ্মশান *, মৃতপ্রিয়জন-
অন্তিম-শয়ন-স্থান,
ভাবের তরঙ্গ, উঠয় উথলি,
আকুল করয় প্রাণ।

---

* শ্মন্ (শব)—শী—ডান (অধিকরণ বাচ্য)।

উন্মাদিনী।

চিতা-হুতাশনপানে চাহি অনিমেষে রে,
চাহি অনিমেষে,
শ্মশানে রমণী কেবা পাগলিনীবেশে রে,
পাগলিনীবেশে ?
গৃহ পরিহরি, আসি এ ভীষণ স্থানে রে,
এ ভীষণ স্থানে,
এ ঘোর ত্রিযামাযোগে, নাহি ভয় প্রাণে রে,
নাহি ভয় প্রাণে ?
নেত্রের অতীত কিবা দেখিবারে পায় রে,
দেখিবারে পায়,
নতুবা কিহেতু চিত্র-পুত্তলিকাপ্রায় রে,
পুত্তলিকাপ্রায় ?
সর্ব্বজীবভয়ঙ্কর এ দৃশ্য দেখিয়া রে,
এ দৃশ্য দেখিয়া,
ঊর্দ্ধে চাহি উঠে কেন সহসা হাসিয়া রে,
সহসা হাসিয়া ?
অদূরে নিবিড় বন, পুঞ্জীকৃত তায় রে,
পুঞ্জীকৃত তায়,
প্রলয়তিমির-রাশি, দ্রুতপদে ধায় রে,
দ্রুতপদে ধায়
সে কাননপানে বামা, নির্ভয়-অন্তর রে,
নির্ভয়-অন্তর ;

দেখিতে দেখিতে হ'ল নেত্র-অগোচর রে,

নেত্র-অগোচর।

চিতানল ভীমদৃশ্য করি দরশন রে,

করি দরশন,

ভয়ে শোকে মুহ্যমান, প্রবেশিলে বন রে

প্রবেশিলে বন

নিশায়, প্রাণান্ত মম ঘটাইত ভয় রে,

ঘটাইত ভয়;

কি বলে অবলা কৈল শোকভয় জয় রে,

শোকভয় জয়? ৩২

ভজি স্রোতস্বিনী-তীর, কাহার ললনা রে,

কাহার ললনা

স্থিরনেত্রে নীরপানে চাহিয়ে, বলনা রে

চাহিয়ে, বল না?

রুক্ষ কেশ রুক্ষ বেশ ঘন-আবরণে রে

ঘন-আবরণে

লুকায়ে, লাবণ্য-ইন্দু পড়ে না নয়নে রে,

পড়ে না নয়নে।

এ কি করে বাল্যখেলা? মুষ্টিমধ্যে ধরে রে,

মুষ্টিমধ্যে ধরে

এক করে তাম্রমুদ্রা, মৃত্তিকা অপরে রে;

মৃত্তিকা অপরে;

করে করে ক্ষণকাল করি বিনিময় রে,
করি বিনিময়,
ফেলিছে মৃত্তিকা মুদ্রা সলিলে উভয় রে,
সলিলে উভয়।
বটে সে শ্মশানে যারে হেরেছি নয়নে রে,
হেরেছি নয়নে ;
অকিঞ্চন, * লোভ জয় কৈল কি সাধনে রে,
কৈল কি সাধনে ?
সলীলে সলিলে ফেলি দিল মুদ্রাচয় রে,
দিল মুদ্রাচয় ;
অর্থগতপ্রাণ আমি মানিনু বিস্ময় রে,
মানিনু বিস্ময়। ৫৬

পুনঃ হেরি এ কি ভাব ! পড়িয়ে ধরায় রে,
পড়িয়ে ধরায়,
চন্দন-পুরীষ-মাঝে গড়াগড়ি যায় রে,
গড়াগড়ি যায়।
নাহিক আসক্তি একে, অপরে অরতি রে,
অপরে অরতি।
হেন উন্মাদিনী-পায় দূরহ'তে নতি রে,
দূরহ'তে নতি।
পুরীষ-চন্দনে কিসে হ'ল সমজ্ঞান রে
হ'ল সম-জ্ঞান ?

---

* দরিদ্র হইলেও।

কিসে হ'ল শৌচাশৌচভেদ-অবসান রে,
ভেদ-অবসান?
কোন্ সাধনের বলে করিলেক নারী রে,
করিলেক নারী
ভেদবুদ্ধি অতিক্রম? আমিত না পারি রে,
আমি ত না পারি। ৭২

আপণ-বীথিকা'পরে করি দরশন রে,
করি দরশন
কলির নূতন সৃষ্টি মানব-রতন রে,
মানব-রতন।
মূর্দ্ধপরে মধ্যদেশে, সরণি সরল রে,
সরণি সরল,
সূক্ষ্ম রেখা করে ভাগ সুস্নিগ্ধ কুন্তল রে,
সুস্নিগ্ধ কুন্তল।
পূর্ণশক্তি *, উর্দ্ধদৃষ্টি নয়নের পরে রে,
নয়নের পরে
নাসিকাগ্রে স্বচ্ছঠুলি কিবা শোভা ধরে রে,
কিবা শোভা ধরে!
আননে অনলদীপ্তি, উড়ে ধূমরাশি রে,—
উড়ে ধূমরাশি,—
সভ্যবেশি-তাম্রকূট-দুর্গন্ধ-বিলাসী† রে,
দুর্গন্ধ-বিলাসী।

* চসমাগ্রহণে প্রয়োজনাভাব হইলেও (উহ্য)।

† চুরুটের দুর্গন্ধভোগ-পরায়ণ।

কপোলচিবুকলগ্নী শোভে শ্মশ্রুভার রে,
শোভে শ্মশ্রুভার ;
বক্ষ'পরে ঝিকিমিকি সুবর্ণের হার রে,
সুবর্ণের হার ;
অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, শোভে যষ্টি করে রে,
শোভে যষ্টি করে
গন্ধবহ আমোদিত গাত্রগন্ধভরে রে,
গাত্রগন্ধভরে।—
কোথাহ'তে উন্মাদিনী দিল দরশন রে,
দিল দরশন ;
চমকি সহসা প্রাণ উঠে কি কারণ রে,
উঠে কি কারণ ?
সর সর বলি তায় করিয়া তর্জ্জন রে,
করিয়া তর্জ্জন,
বলে দেয় সরাইয়া দেহরক্ষিজন রে,
দেহরক্ষিজন।
বলে বামা—"পাদুকা কি মধুর এমন রে,
মধুর এমন,
অপরে কারল ক্রয়, তাহে ক্ষুণ্ণ মন রে,
তাহে ক্ষুণ্ণ মন।
সে পাদুকা নাহি ছিল কোপালে তোমার রে,
কোপালে তোমার,
পাবে কিসে ? শুন পুনঃ বচন আমার রে,
বচন আমার ;—

কাহার অনর্থ চিন্তা কর লোভবশে রে,

কর লোভবশে ?

'আশায় পড়িবে ছাই' জানহ মানসে রে

জানহ মানসে।"

কাঁপি গেল দেহ প্রাণ, মানিল বিস্ময় রে,

মানিল বিস্ময়,

মনে সাধ—নারে লাজে—ধরে পদদ্বয় রে,

ধরে পদদ্বয়।

কিন্তু চিতে সংগ্রামের * হ'ল অবসান রে,

হ'ল অবসান,

তীরবেগে ছুটি বামা হ'ল অন্তর্ধান রে,

হ'ল অন্তর্ধান রে।—

অজ্ঞাত জনের চিত্ত জানিল কেমনে রে,

জানিল কেমনে ?

ঐশ্বর্য্য-আধার হেন হ'ল কি সাধনে রে

হ'ল কি সাধনে ?

কেমনে উড়িল মোহ ভস্ম-আবরণ রে,

ভস্ম আবরণ,

সন্দীপিত হ'ল জ্ঞান-শক্তি-হুতাশন রে,

শক্তি-হুতাশন ?

উন্মাদিনা বলে সবে, নারে বুঝিবারে রে,

নারে বুঝিবারে—

---

* লজ্জা ও প্রণতিবাসনার মধ্যে।

আপনি উন্মাদগ্রস্ত, অজ্ঞান আঁধারে রে,
অজ্ঞান-আঁধারে
আছে ডুবি।—কত স্থানে কৈনু অন্বেষণ রে,
কৈনু অন্বেষণ ;
অবশেষে দিবাশেষে হ'ল দরশন রে,
হ'ল দরশন ;
নদীকূলে পদ্মাসনে বসি সংগোপনে রে,
বসি সংগোপনে
স্থির গাত্র, স্থিরনেত্র, প্রসন্নবদনে রে,
প্রসন্নবদনে,
আনন্দ-তরঙ্গ মম বহায় অন্তরে রে,
বাহায় অন্তরে ;
মা বলি চরণে নতি কৈনু ভক্তিভরে রে,
কৈনু ভক্তি ভরে।
করুণা করিয়ে, মোরে জানি অভাজন রে,
জানি অভাজন,
প্রলাপের ছলে তত্ত্ব করে প্রকটন রে'
করে প্রকটন ;
কৃতার্থ হইনু সঙ্গে ; হ'ল নিরূপণ রে
হ'ল নিরূপণ,
উন্মাদের আবরণে লুকায়ে রতন রে,
লুকায়ে রতন। ১৫৬

ছিন্নচঞ্চু কাক।

ঐই শুন, পুনঃ আসি পাশ
শ্রবণে, করুণরসাধার,
সেই ভগ্নহৃদয়ের বাণী
কাঁদাইছে পরাণ আমার।

পুনঃ সেই অশরীরী বাণী
চমকিনু করিয়ে শ্রবণ
শ্রুতি * সহ নারি করিবারে
নয়নের বিবাদ ভঞ্জন †

মনে ভাবি কভু কোন দেশে
হেন-জীব-কথা কিরে কেহ
শুনিয়াছে চারি যুগে, যার
ধ্বনিমাত্র আছে, নাহি দেহ?

নিত্য এই পথে এইকালে
এই ভগ্ন ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
হৃদিতন্ত্রী ‡ করুণ নিনাদে
নিনাদিত করয় এমনি।

---

* কর্ণ আকর্ণন, বেদ—শ্রুতির বিভেদ।

† নেত্র বলে "নাই", পরদানে সত্তাবোধ
শ্রবণ, দোঁহার মাঝে এই ত বিরোধ।

‡ হৃদয়রূপ আতোদ্য, চিত্তরূপ বীণা।

পল্লবিত বিটপীর কোলে,
শস্পশ্যাম ধরাপৃষ্ঠ'পরে,
সযতনে করি অন্বেষণ,
আবাহন কৈনু সমাদরে। ২০

"বল, তিরস্করণীর * বলে
নিজমূর্ত্তি করি সংগোপন,
দয়ার পরীক্ষাহেতু হেথা
নিত্য কিহে তব আগমন? ২৪

কেন, বল কর এই খেলা—
করি রব নীরব এমন?
আহ্বানি সম্ভাষতরে, লাজে
ফুকারিতে নারে কি বদন? ২৮

বন্ধু বলি গণ মোরে মনে;
উপাড়িব করি প্রাণপণ,
বিন্ধে যদি থাকে হে মরমে
শোকশঙ্কু হৃদি সন্তপন। ৩২

কিংবা যদি ক্ষয়িছে দগধি
দেহ তব রোগ-হুতাশনে,
কর অঙ্ক-শয়নে † শয়ন,
মা হ'য়ে সেবিব সযতনে। ৩৬

* আত্মগোপিকা বিদ্যা।

† শী—অধিকরণে অনট্।

সুপেয় প্রদানি তব তৃষা,
দশনবসন-বিশোষণ *,
নিবারিব ; সুপথ্য-সেবনে
হবে ক্ষুধানল-নির্ব্বাপণ। ৪০

আবার আবার সেই ধ্বনি !
মনে বুঝি লভিয়ে আশ্বাস —†।
মৌনী পুনঃ ! চপলা-সমান
আশা দিয়ে করো না নিরাশ। ৪৪

খদ্যোতিকা যথা পান্থপথ
প্রতিপদে করে পরকাশ,
তেমতি ফুকারি বার বার
ডাকি লহ আপন-সকাশ। ৪৮

এইবার লভিনু সন্ধান ;
নহে বাণী ;—প্রাণী দেহধারী,—
বিহগ,—বায়স, অসহায়।
হেন দশা কেন হে নেহারি ? ৫২

উল্লাসে, তুমুল রোল তুলি,
পল্লীমাঝে ভবন-অঙ্গনে
ছুটিছে বায়স-কুল উড়ি,
নেহার, আহার অন্বেষণে।

---

* দশনবসন—রদনচ্ছদ ওষ্ঠাধর।

† "আহ্বানিলে যেতে তব পাশ"—অসমাপ্ত বাক্যের উহ্য অংশ

আত্মপরভেদবুদ্ধিহীন,
"হেরি যত সকলি আমার"
জানি মনে, মনের হরষে
চরয়ে অভয়ে অনিবার। ৬০

'তোমার আমার' জ্ঞানানিল
নাহি রয়, জলে বলে যার
বৈরবহ্নি মনুজ-সমাজে ;
খগচিত্ত সরল উদার। ৬৪

তুমি তবে কি লাগি বিহগ,
কিলাজে লুকালে বল মুখ,
কি ভয়ে বিজনবাস সেবি,
হৃদয়ে পুষিছ কিবা দুখ ? ৬৮

কাতর করুণ রব তব—
কাকরব নহে অনুমান,
এমনি বিকৃত—, কব কিবা,
শুনিয়ে কেমন করে প্রাণ ! ৭২

একি একি ? হায়, পত্ররথ,
ছিন্নচঞ্চু ; হেন নিরদয়
কে আছে, করিল হেন দশা
বাঁধি কেবা পাষাণে হৃদয় ?

গিয়াছিলে কাহার আলয়ে
আহার-লোলুপ ? লৌহধারে
খণ্ড তুণ্ড রসনার সনে,
চিরদুঃখী করিল তোমারে। ৮০

ত্যজি তাই লাজে মনোদুখে
স্বগণের সঙ্গ, এইস্থান
অজ্ঞাতনিবাসতরে সেবি,
যাচিছ জীবন-অবসান ? ৮৪

সুসময়ে স্বগণ-আদর
শশিসুধা হৃদয়তর্পণ ;
দুর্দ্দিনে * প্রসর রোধে তার'—
জানি সার ভজিলে নির্জ্জন ? ৮৮

কাঁদিবারে তুলি 'মা' মা' রোল
জান না কি ? আর্ত্ত কা কা রবে
'মা' বোল শুনিতে † এক প্রাণী
না আছিল এ বিশাল ভবে ? ৯২

ক্ষুধিত হইয়ে কেন, পাখি,
অতিথি না হ'লে গৃহে মোর ?
আপন মুখের গ্রাস ল'য়ে
আননে দিতাম তুলি তোর। ৯৬

* মেঘাচ্ছন্ন দিন, দুঃসময়—
দুর্দ্দিন জানহ মহাশয়।

† কা কা রবে তুমি, বিপন্ন হইয়া যে জগন্মাতাকে ডাকিতেছিলে ইহা বুঝিতে।

আয় পাখি, দোঁহে যাই গৃহে ;
বাঁচাইব সেবি সযতনে ;
গ্লানি-অবসান হবে যবে,
বনের বিহগ যাবে বনে। ১০০

আয় কোলে।—কিহেতু সহসা
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ তোর ?
না না, পাখি, বিশ্রম্ভ-আস্পদ
নহি, নরকুলে জন্ম মোর। ১০৪

মৃতপ্রায় যার গুণে তুমি
তাহার সগোত্র আমি, ত্রাস
উচিত আমায় হেরি তব ;
রিপুকুলে কে করে বিশ্বাস ? ১০৮

থাক তবে, না ক'র আশ্রয়
অঙ্ক মম আতঙ্কসঙ্কুল,
দুখে লাজে লুকাইতে মুখ
যোগ্য স্থান তব তরুমূল। ১১২

কিন্তু তোমা করি নিমন্ত্রণ,
স্বকরে প্রদানি পানাহার
আসি হেথা, পুরাইব সাধ—
নিত্যব্রত হইল আমার। ১১৬

সুভক্ষ্য-সুপথ্য উপহার,
অন্ন, পরমান্ন, মিষ্ট ফল,
প্রদানিব ; আহুতি-অর্পণে
তর্পিবে জঠর-যাগানল। ১২০

যাবে গ্লানি ম্লানি-পরিহার
কর দ্বিজ * ; যাই নিজবাসে
ভক্ষ্য পেয়-উপহার-করে
ত্বরিতে ফিরিব তব পাশে। ১২৪

নিজে ভাল বাসি যে আহার,
আগে ভাগ নাহি রাখি তোর
কভু নাহি আপন উদরে
দিব রে, প্রতিজ্ঞা এই মোর।"

বলি, উপহরি জল ফল,
অন্ন-আদি নানা-উপচার †
দ্বিজ রে বিশ্রম্ভসেবাতরে ‡
ত্যজি দাঁড়াইনু লতাগার। ১৩২

---

* ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, বিহগ, দশন,
দ্বিজ-আখ্য এ সবার জানে সুধী জন।

† বহুব্রীহি।

‡ নির্ভয়ভোজনার্থ।

মহায়াসে মুখে লয় পাখী
অন্নের কবল, ফল জল,
নিরখি নিরখি বার বার,
নির্ব্বাপয় ক্ষুধাতৃষানল। ১৩৬

এইরূপে নিত্য এই স্থানে
লভি ভক্ষ্য পেয় উপহার,
ছিন্নচঞ্চু রসনায় পাখী
তুলি মুখে করে পানাহার। ১৪০

দিনত্রয় হইল বিগত;
চতুর্থ দিবসে দিবাকর
লতাগৃহমাঝে দেখে চাহি
কিভাবে আছয় পত্রিবর। ১৪৪

মুদি নেত্র স্থিরগাত্র, পাখী
আছে যেন ধ্যান-নিমগন;
পেয় পরমান্ন উপহার
না পরশে, না মেলে নয়ন। ১৪৮

যতনে নিলাম তুলি কোলে;
বিন্দু বিন্দু বদন-বিবরে
দিনু দুগ্ধ; পড়ে গণ্ড বাহি,
এক বিন্দু না গেল উদরে। ১৫২

আজি পরবেশ নাহি লভে
সে আননে অন্ন ; সিক্ত জলে
নাহি হয় সে শুষ্ক রসনা ।
রবি আগে সরি নভস্থলে, ১৫৬

খগ-অঙ্গে কর * পরসারি
করিবারে না পারে চেতন ।—
সহসা বেপথু অঙ্গে হেরি,
মূর্দ্ধদেশে ক্ষণিক কম্পন ; ১৬০

সহসা পিধান † মুক্ত আঁখি,
আবর্ত্তিত কনীনিকা তায় ;
বিঘটিত চঞ্চুপুটে, মুখ
ব্যাদানি, রোধয় পুনরায় । ১৬৪

সহসা মুদিল অক্ষিযুগ ;
বিরমিল কম্প, কণ্ঠরব,
নাসিকা-নিশ্বাস ; পড়ে ঢাল
শিথিল কন্ধরা ।—হেরি সব ১৬৮

---

* হস্ত, কিরণ ।

† পিধান = অপি ধা অনট্, আবরণ । অপিধান ।
অব অপি দোঁহার অকার
বিকল্প বিলোপ, জান সার ।

এহেন লক্ষণ, আর মনে
থাকে কি সংশয় ? তবু ভুলি
আশার কুহকে, সেই মুখে
বিন্দু বিন্দু বারি দিনু তুলি। ১৭২

স্বস্থ হবে শীত উপচারে—
ভাবি শিরে ঢালিনু সলিল,
জলে ভিজাইনু নেত্র, দেহে
সঞ্চালিনু বসন-অনিল। ১৭৬

গলে বৃথা বুলাইনু হাত,
ব্যর্থ যত যতন আমার :
আয়ুর অভাব হয় যবে,
কিসে বল হয় প্রতিকার ? ১৮০

ফুরাইল আশা, অবিরল,
নয়নে বহিল অশ্রুধার।
কত ভাব মুখে উঠে ফুটি,
কত ভাব মানস-মাঝার ! ১৮৪

'হায়রে, বিহগ, কি লাগিয়ে
ক্ষণ-সখ্যবন্ধ তোর সনে
হ'ল মোর ? ছেদিয়ে সহসা
গেলি চলি বল কি কারণে ? ১৮৮

আছিলি হৃদয়ধন মোর,
নতুবা আকৃষ্ট কিসে প্রাণ ?
ভস্মাবৃত বহ্নি জাতিস্মৃতি,
যাহে শিশু মাতৃস্তন্য-পান। ১৯২

তাইরে—তেয়াগি, অকরুণ,
বহাইয়ে নয়ন আসার,
যেই দুঃখ দিনু তোর প্রাণে
দিলি কি আস্বাদ মোরে তার ? ১৯৬

এত বলি, ক'রেছিনু আমি
পুষ্টিদীক্ষা গ্রহণ যাহার,
কৈনু নামাইয়ে বৃক্ষ হ'তে,
ভূগর্ভে নিহিত অঙ্গ তার। ২০০

স্নানশুদ্ধ, মুছি অশ্রুজল
চলিলাম ত্বরিতে আলয়।
আননে ওদন সেই দিনে।
না উঠিল, বিবশ-হৃদয়। ২০৪

লাজে অবসাদে ম্রিয়মাণ,
শয্যা'পরে করিনু শয়ন,
চিন্তিনু নরের নৃশংসতা ;
নিদ্রা-অঙ্কে লভিনু শরণ *। ২০৮

* গৃহ, রক্ষিতা।

দিবাগতে বরষিলা ধরা
শিশিরাশ্রু, ঢাকি নিজ মুখ
তিমির-বসনে; উথলিল
নিশাসখী-সমাগমে দুখ। ২১২

এল উষা অরুণ*-নয়না,
তুমুল রণিল কাককুল;
ফিরি নাহি চাহে বিহঙ্গম,
দিবা নিশি নিদ্রায় আকুল। ২১৬

ললাট তাপয়ে নভে ভানু;—
দিন এক হইল পূরণ;
নিদ্রাভঙ্গ নাহি হয় আর,
নাহি ক্ষুধানল সন্দীপন। ২২০

চলিল দিনের পর দিন,
ডুবিল সপ্তাহ, পক্ষ, মাস,
ঋতু ছয় অতীত-সাগরে;
প্রখর ভাস্কর-পরকাশ, ২২৪

সুপ্রবল বরষার ধারা,
এল, গেল চলি, গ্রীষ্ম শীত,
নিবাত, প্রবল বাত্যা আর;
বরষ রহিল সমতীত। ২২৮

---

* সূর্য্যসারথি; অশ্রুপাত-রক্ত।

আজিও ত্রুটিত * নারে কাল
করিবারে স্মৃতি-স্বপ্ন মম ;
অলক্ষ্যে টানিছে প্রাণ মোর
অনুক্ষণ † তাতে বিহঙ্গম। ২৩২

নাহি খানি ভোজনের কালে
সুখাদ্য কাহার লাগি কর
রাখে অগ্রে তুলি বাছি বাছি ;
কাঁদি উঠে কি লাগি অন্তর ? ২৩৬

সে মূর্ত্তিকাস্তূপপানে আঁখি—
নিমগন উদরে যাহার
গভীর নিদ্রায় খগবর—
সতৃষ্ণ নেহারে ‡ বার বার ২৪০

লাজোপম কুসুম-প্রকর
কর বরষয় তার বারে ;
"দিব্যসুখধামজয়ী বীর
হও তুমি" বদন ফুকারে ২৪৪

---

* ছিন্ন।

† ক্ষণে ক্ষণে—অব্যয়ীভাব।

‡ দৃষ্টিপাত করে।

নহে কর্ম্ম আমার কেবল* ;—
কভু আসি যাই বা কখন,
কিসে তবে হবে অবিচ্ছেদে
আশিষ-কুসুম-বরষণ ? ২৪৮

নিদ্রা যাও সুখে ; শাখী সখা
তোরে, পাখি, করি আবেষ্টন,
রক্ষী হয়ে, নিত্য সন্নিহিত,
সখিকৃত্য † করে সম্পাদন। ২৫২

নীরব গম্ভীর শাখিকুল
হিমবাষ্প-আর্দ্র পুষ্পচয়
উপহরে, ঊর্দ্ধ শাখাভুজে
আশীর্ব্বাদ করয় সদয়। ২৫৬

---

* বৃক্ষাদিও সেবা করিয়া থাকে।

† বন্ধুর কাযা।

আকাশ।

আকুল যেমতি পিঞ্জরকারা
মুক্তি তরে খগ পাগলপারা *,
বন্ধন বেদন মোচন লাগি,
বন্দি †, দয়া তব তেমতি মাগি।

*

সর্ব্বদিকে ঘিরি আছ ত মোরে,
নাহি উপায় অতিক্রমি তোরে;
শক্তি ত নাহিক বন্ধন-ছেদে,
দোধক ‡ গাইনু অন্তর-খেদে।

*

মরি, লোহিত রাগ ধ'রে অধরে,
কর আদর অন্তররাগভরে
উদয়ে নিলয়ে তপনে গগনে
দিবসে দিবসে সুহসে বদনে §।
যদি ইন্দুবিকাশ, কি হাস মুখে!
বিরহে তিমিরে মুখ ঢাক দুখে।

---

* উন্মত্ত প্রায়।

† আমি তোমার কারালয়ে রুদ্ধ হইয়া।
হয় বন্দী বন্দিনী যে করে স্তুতি গান;
বন্দি বন্দী, কারালয়ে যার অবস্থান।

‡ দোধক ভত্রয় গদ্বয় জানি।—◡◡।—◡◡। ◡◡।—।—।
গ গুরু অক্ষর এক; ত্রি-অক্ষর গণ—
আদিগুরু ভ, ন অন্ত্যগুরু—নিরূপণ।

§ বদন-সঞ্চারিত-মিষ্টহাস্য-সহকারে।

সরমে জলদে কভু ঢাকি মুখে,
রহ ভানু হিমাংশুর সঙ্গসুখে।
উড়ুপে * উড়ুসঙ্ঘসনে গগনে
নৃপ মণ্ডলমণ্ডিত মানি মনে।
শত তারকহীরক-হার পরি,
রহ শোভন মূরতি নীল ধরি;
গ্রহসঙ্ঘ উপগ্রহ সঙ্গরিছে,
উড়িবার তরে মন আকুলিছে †;
বড় সাধ—কি জীব করে বসতি
করি নির্ণয়; নাহিক সে শকতি;
করিলা বিধি বঞ্চিত সেই সুখে;
করি তোটক গান ‡ মনের দুখে। ২৯

সমাপ্ত।

---

* উড়ু = তারা। উড়ুপ = তারাপতি, চন্দ্র।

† আকুল করিতেছে।

‡ হস্ব তোটক চারিসকারযুক্ত। পাদের অন্তে হ্রস্ব স্বরও গুরু হইতে পারে।

অলঙ্কার।

রস।

আমরা কোন বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বলি, এইটি মধুর, এইটি অম্ল, এইটি কটু, এইটি কষায়, এইটি তিক্ত, এইটি লবণস্বাদ। যে বস্তুতে এই ছয় স্বাদের একটিও নাই, তাহাকে নীরস বা স্বাদহীন বলিয়া থাকি। এইরূপ অনেক সময় এবংবিধ বাক্যাবলী শ্রবণ বা পাঠ করি, যাহাতে প্রাণে আনন্দ-বিস্ময়-প্রভৃতি ভাব খেলিতে পায় না; আমরা তখনই বলি, এই বাক্যগুলি শব্দযোজনামাত্র, ইহাতে প্রাণ নাই, ইহাতে রসের ক্রিয়া নাই। আস্বাদ্য বস্তুতে যেরূপ কটুতিক্তাদি রস আছে, বাক্যরচনাতেও কখনও কখনও সেইরূপ রসের আস্বাদ পাইয়া সহৃদয় ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করেন। প্রেম ও অনুরাগের ছবি বাক্যতুলিকায় চিত্রিত দেখিলে যে রসের অনুভূতি হয়, তাহার নাম শৃঙ্গার বা আদি রস। রণকর্ম্ম, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ও দয়াবৃত্তি প্রভৃতিতে যে অদম্য উৎসাহের ছবি, তাহাতে বীররসের, ক্রোধোদ্দীপনার চিত্রে রৌদ্ররসের, ভীতিসঞ্চারক চিত্রে ভয়ানক রসের, ঘৃণার উদ্রেক-কারিণী বর্ণনায় বীভৎস রসের, বিস্ময়ভাবের সঞ্চারক রচনায় অদ্ভুত রসের, হাস্যপ্রসূ রচনায় হাস্যরসের, শোকোদ্দীপক রচনায় করুণরসের, এবং তত্ত্বজ্ঞান, বিবেক, ও বৈরাগ্যাদি ভাবের উৎপাদক বাক্যচিত্রে শান্তরসের অনুভূতি হয়। এই নববিধ রসের কোন একটি যাহাতে বর্ত্তমান, এইরূপ বাক্যের নাম কাব্য।

কতকগুলি কাব্য অভিনেতব্য, তাহারা দৃশ্যকাব্য, অন্যবিধ, অর্থাৎ কেবলমাত্র পঠনীয় কাব্য শ্রব্যনামে অভিহিত হয়।

গুণ।

দেহীর পক্ষে শৌর্য্যাদি গুণের ন্যায়, রসের উৎকর্ষবর্দ্ধক কতকগুলি ধর্ম্ম আছে; তাহারা কাব্যের গুণ।

যে গুণ থাকিলে কাব্য আহ্লাদের উদ্রেক করিয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহার নাম মাধুর্য্য। শৃঙ্গার ও হাস্য রসে ইহা প্রশস্ত।

যদ্দ্বারা হৃদয়ের উদ্দীপনা ও বিস্তার সাধিত হয়, তাহার নাম ওজোগুণ। বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসে ইহার আধিক্য প্রশস্ত।

অগ্নি যেরূপ শুষ্ক ইন্ধনে অনায়াসে এবং সহসা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, যে গুণের বলে পাঠমাত্র অর্থাবগতি জন্মাইয়া কাব্য পাঠকের হৃদয়ে সেইরূপ অবিলম্বে প্রবেশ লাভ করে, তাহার নাম প্রসাদগুণ।

দোষ।

অপরপক্ষে কাব্যাপকর্ষক কতকগুলি দোষ আছে, তাহা কবিজনের পরিহর্ত্তব্য। বাহুল্যভয়ে কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) শ্রুতিকটুত্ব—যে সকল রসের (যথা শৃঙ্গার, শান্ত, করুণ) ললিতপদবিন্যাস কর্ত্তব্য, তাহাতে কর্কশ শব্দের প্রয়োগ।

(২) চ্যুতসংস্কৃতি বা ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ।

(৩) নিরর্থকতা—অর্থবিহীন বা অনাবশ্যক পদের প্রয়োগ।

(৪) অশ্লীলতা।

(৫) কষ্টার্থতা—অর্থসুগমতার অভাব।

(৬) পুনরুক্তি—ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাহায্যে একই অর্থের প্রকাশ।

(৭) গ্রাম্যতা—অপভাষা ও নীচভাবের প্রয়োগ।

(৮) অনবীকৃততা—একটি শব্দের উপর্য্যুপরি একই অর্থে প্রয়োগ।

অলঙ্কার।

কাব্যকে প্রাণী বলিয়া কল্পনা করিলে, রস তাহার প্রাণ, ওজঃ প্রভৃতি (প্রাণীর শৌর্য্যাদিবৎ) তাহার গুণ এবং অলঙ্কার (কটক-কুণ্ডলাদির ন্যায়) তাহার শোভাসম্পাদক।

কাব্যের দুইটি অঙ্গ,—শব্দ ও অর্থ। কতকগুলি অলঙ্কার শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ঐ শব্দের পরিবর্ত্তনে তাহাদের অবসান হয়। ইত্যাকার অলঙ্কারের নাম শব্দালঙ্কার। আর যে সকল অলঙ্কার অর্থগত, শব্দসকল যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করিলেও যেসকল অলঙ্কারের লোপ হয় না, তাহারা অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার।

(১) শ্লেষ।

শিবসম্বন্ধে বলা হইল 'কুকথায় পঞ্চমুখ'। এস্থলে 'কুকথায়' বলিতে 'বেদকথায়' ও 'মন্দবাক্যে" এই উভয় অর্থ প্রকাশ পায়। এইরূপে একটি শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগের নাম শ্লেষ।

(২) অনুপ্রাস।

একস্থানোচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণের আবৃত্তির নাম অনুপ্রাস। যথা—

"নাহি নেহারি চাঁদে কাঁদে কুমুদিনী"।

(৩) যমক।

একটি শব্দ (বা অক্ষর সমষ্টি) এক শ্লোকের মধ্যে যদি একাধিক বার এইরূপ ভাবে প্রযুক্ত হয় যে, উভয়ে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, একটি সার্থক অপরটি (পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী অক্ষর বা অক্ষর সমূহের

সহিত মিলিত না হইলে) নিরর্থক, অথবা উভয়ে নিরর্থক, তাহা হইলে যমকালঙ্কার হয়।

"হেরিনু তরঙ্গরঙ্গ তটিনীর তটে।
বিরহ বিধুর বিধুর লাগি।
ধরা পরে ধরা না দেয় আসি।

অর্থালঙ্কার।

দুই বস্তুর তুলনা করা হইলে, যাহার সহিত তুলনা করা যায়, তাহার নাম উপমান এবং যাহার তুলনা করা যায়, তাহার নাম উপমেয়।

(১) উপমা।

ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটির সহিত অপরটির সাদৃশ্যপ্রদর্শনকে উপমা কহে। যথা, তুল্য, প্রভৃতি শব্দদ্বারা সাদৃশ্য প্রকটিত হইলে পূর্ণোপমা এবং তদভাবে লুপ্তোপমা হয়।

"সরিৎপ্রবাহ দুই হইলে সঙ্গত,
ওঘসনে যুঝে যথা ওঘ প্রতিকূল,
ভাসি আসি কাষ্ঠখণ্ড হয় পর্য্যাকুল,
গতি স্থিতি দুই পরাহত।
তেমতি আকুলমতি হইয়া লক্ষ্মণ।"

এক উপমেয়ের একাধিক উপমান কল্পিত হইলে মালোপমা হয়।

(২) রূপক।

উপমেয়ে উপমানের আরোপের (অভেদকল্পনার) নাম রূপক। যথা—

"রাঘবহৃদয়বাসী আবেগ-তুহিনরাশি,
সৌমিত্রিবচনতাপে গলি"।

(৩) উৎপ্রেক্ষা।

প্রস্তুত বিষয়ের অপ্রস্তুত (উপমান) বলিয়া সম্ভাবনার নাম উৎপ্রেক্ষা। যথা—

"জ্ঞানী, তবু মৌনী; ত্যাগী, শ্লাঘা কিন্তু নাই।
গুণরাশি মিলি তাহে যেন ভাই ভাই।"

এস্থলে উৎপ্রেক্ষাসূচক শব্দের (যেন) প্রয়োগ থাকাতে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং "যেন" প্রভৃতির প্রয়োগাভাবে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা হয়। যথা—

"জননীর কোলে শিশু মরি কি সুন্দর!
দেখি আকাশের শশী শোভে ধরাপর।"

(৪) ভ্রান্তিমান্।

অত্যন্ত সাদৃশ্য জানাইবার অভিপ্রায়ে এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া অবাস্তবিক কবিকল্পনাসমুখ ভ্রমকে ভ্রান্তিমান্ কহে। যথা—

"মুখ হেরি কমল ভ্রমর মনে মানে,
চাঁদ ভাবি চকোর মাতয় সুধাপানে।"

(৫) স্মরণ।

সাদৃশ্যানুভব হইতে বস্তুস্মৃতির নাম স্মরণ। যথা—

"প্রফুল্ল কমলে খেলে অলি দরশন
করি মনে পড়ে তার চটুল নয়ন।"

(৬) সন্দেহ।

প্রস্তুত বিষয়ে অন্য বস্তু বলিয়া কবিকল্পিত সংশয়ের নাম সন্দেহ। যথা—

"যৌবনতরুর নব পল্লব এ বালা,
লাবণ্যসিন্ধুর কিবা বটে ঊর্ম্মিমালা ?"

(৭) অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকে উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা—

"হের হের উৰ্দ্ধদেশে কলাপিকলাপ,
নিম্নে অষ্টমীর চাঁদ হরিছে সন্তাপ,
কুবলয়যুগল বিলোল তলে তার,
তিলফুল প্রবালের শোভার বিস্তার।

এস্থলে উপমেয় কেশরাশি, ললাট, নেত্র, নাসিকা ও ওষ্ঠের উল্লেখ না করিয়া উপমান সমূহের উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ হইয়াছে।

(৮) অপহ্নুতি।

প্রকৃতের প্রতিষেধপূর্ব্বক অন্যস্থাপনের নাম অপহ্নুতি।

"দশরথে পিতা বলিবারে, পৃথ্বীতলে
অবতীর্ণ হৈলা রাম লোকহিতচ্ছলে।"

এস্থলে জন্মধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকহিত নিষেধ করিয়া অপ্রকৃত পিতৃসম্বোধনাভিপ্রায়ের স্থাপন হইয়াছে।

(৯) নিশ্চয়।

অন্যবস্তুনিষেধ-পূর্ব্বক প্রকৃত স্থাপনের নাম নিশ্চয়। যথা—

"মুখ, পদ্ম নহে ; নেত্র, নহে ইন্দীবর ;
কেন সুমুখীর পাশে ভ্রমিছ ভ্রমর ?"

(১০) ব্যতিরেক।

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অথবা উপমেয় অপেক্ষা উপমানের উৎকর্ষবর্ণনকে ব্যতিরেক কহে। যথা—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা ?
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।"
"ক্ষীণ হ'য়ে শশী বৃদ্ধি লভে আর বার,
স্থবির, যৌবন তব ফিরিবে কি আর ?"

(১১) নিদর্শনা।

দুইটি পদার্থের বা দুইটি বাক্যার্থের মধ্যে সম্বন্ধ তুল্যরূপে অসম্ভব অথবা সম্ভব বলিয়া, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যকল্পনার নাম নিদর্শনা।

"তপঃক্লিষ্ট করে যেবা এ কোমল কায়,
পদ্মদলে শমীলতা ছেদিবারে চায়।"

এ দেহদ্বারা তপশ্চর্য্যা এবং পদ্মপত্রদ্বারা শমীচ্ছেদন তুল্যরূপে অসম্ভব।

(১২) প্রতিবস্তূপমা।

বাক্যদ্বয়ের মধ্যে সামান্যধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে এক হইলেও তাহার পৃথক রূপে নির্দ্দেশ যে স্থলে করা হয়, সে স্থলে প্রতিবস্তূপমা জানিতে হইবে। যথা—

"বিশদ শশাঙ্ক, ভানু বিমল, দর্পণ
প্রকৃতিশোভন, শিবদাস-দরশন
শিবগিরি, স্বভাবতঃ সুন্দর সজ্জন।"

এস্থলে বিশদ, বিমল ইত্যাদি একার্থক।

(১৩) দৃষ্টান্ত।

সদৃশ বিষয়ের বর্ণনদ্বারা প্রস্তুতের দৃঢ়তাবিধানের নাম দৃষ্টান্ত।

যথা—

স্থকবি-ভণিতি, অবিদিত গুণ হয়
যদাপি শ্রবণে মধু তবু তৃপ্তালয়;
না থাকুক পরিমল, তবু কি হরণ
করে না মালতীমালা নরের নয়ন?"

(১৪) অর্থান্তরন্যাস।

বিশেষদ্বারা সামান্যের, অথবা সামান্যদ্বারা বিশেষের সমর্থন।

যথা—

"স্বল্পবস্তুসংহতিও হয় কার্য্যকরী,
রজ্জু হ'লে, তৃণরাশি বাঁধে মত্ত করী।"

(১৫) সমাসোক্তি।

প্রস্তুত বস্তুতে অন্যের ব্যবহার-সমারোপ। যথা—

"স্বভাবসৌরভমত্তভৃঙ্গগীতবতী,
ভানূদয়ে সরোজিনী হাস্যমুখী অতি।"

এস্থলে সরোজিনীতে নায়িকাত্বের আরোপ হইয়াছে।

(১৬) অপ্রস্তুত প্রশংসা।

অপ্রস্তুতের বর্ণনাদ্বারা প্রস্তুতের (বর্ণনীয়ের) প্রতীতি সম্পাদন।

যথা—

"চকোর যাচিছে সুধা, ওহে সুধাকর;
সুধাদানে বিমুখ কি তোমার অন্তর?"

এস্থলে "দাতার পক্ষে যাচককে প্রত্যাখ্যান করা অকর্ত্তব্য" এই অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

(১৭) পরিকর।

সার্থকবিশেষণতা। যথা—

সত্যসন্ধ-রামপ্রাণ কাঁপিল কি বলি?—লক্ষ্মণবর্জ্জন।

এস্থলে সত্যসন্ধ বিশেষণটি সার্থক, এবং প্রাণ কাঁপিবার কারণ।

(১৮) স্বভাবোক্তি।

চমৎকারকর প্রকৃতাবস্থাবর্ণন। যথা—

"পশ্চাতে চলিছে রথ, আঁখি বদ্ধ তাহে,
গ্রীবাভঙ্গ-অভিরাম ফিরি ফিরি চাহে;
অপরার্দ্ধ শরপাতভয়ে পূর্ব্বকায়ে
করি পরবেশ যেন রহিছে লুকায়ে;
শ্রান্তিহেতু বিবৃত আননে বহি যায়
শ্বাস, অর্দ্ধভুক্তদর্ভপাতে পথ ছায়;
তূর্ণপ্লুতবশে শূন্যে চলে মৃগবর,
পড়ে কি না পড়ে পদ, দেখ পৃথ্বী'পর॥"

(১৯) তুল্যযোগিতা।

প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত পদার্থের একধর্ম্মাভিসম্বন্ধ। যথা—

"মালতী, শশাঙ্ক-লেখা, কদলীর আর
স্মরি কঠোরতা, হেরি মৃদু গাত্র তার।"

এস্থলে মালতীপ্রভৃতি অপ্রস্তুতের কঠোরতারূপ এক গুণের সহিত সম্বন্ধ।

(২০) দীপক।

প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের একধর্ম্মাভিসম্বন্ধ, অথবা অনেক ক্রিয়ার এক কর্ত্তা থাকিলে, দীপক-অলঙ্কার হয়। যথা—

"তব সুখ-আশা ভাবি মনে যেই সুখ
সমুদিত, কভু কিহে বিয়োগের দুখ
পারে তারে রাখিবারে করি আবরণ.
অম্বুকণ আর তিগ্ম তপন কিরণ ?"

এস্থলে প্রস্তুত বিয়োগদুঃখ এবং অপ্রস্তুত অম্বুকণের আবরণক্রিয়া-ভিসম্বন্ধ।

(২১) ব্যাজস্তুতি।

নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা বা প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা। যথা—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ.
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়।"

ইত্যাদি নিন্দাচ্ছলে শিবের প্রশংসা।

(২২) বিভাবনা।

কবি প্রৌঢ়োক্তিনিবন্ধন কারণব্যতীত কার্য্যোৎপত্তিবর্ণন। যথা—

নাহিক ভূষণ, শোভে তনু সুকোমল ;
নাহি ভয়লেশ, আঁখি সতত চঞ্চল।"

এস্থলে বিভাবনা দ্বারা কবি যৌবনের কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন।

(২৩) বিশেষোক্তি।

হেতুসত্ত্বে ফলাভাব। যথা—

"ধনী হ'য়ে গর্ব্বহীন হয় মহাজন,
যুবা, তবু চঞ্চল না হয় কদাচন।"

(২৪) বিরোধ।

পরিণামে যাহার ভঞ্জন হয়, এইরূপ বিরোধপ্রতীতি। যথা—

"সর্ব্বত্র সঞ্চরে দৃষ্টি, নাহিক নয়ন ;

সর্ব্বত্র সঞ্চার তব, নাহিক চরণ ;

অজ তুমি জন্ম কত করিলে গ্রহণ।

যাথার্থ্য করিবে কেবা তব নিরূপণ ?

(২৫) কাব্যলিঙ্গ।

বাক্যের বা পদের অর্থে হেতু প্রকাশিত হইলে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার হয়। যথা—

নিয়ত অসত্যভীরু বটে রামচিত।

প্রতিশ্রুতিভঙ্গভয়ে হইল কম্পিত॥

সত্যসন্ধ যে হৃদয়ে, প্রতিশ্রুতিভঙ্গভয়ে,

হইলেক কম্পের উদয়।

ছন্দঃ।

"সতীত্ব! কুলমহিলার অয়স্কান্তমণি! সতীত্বভূষণে ভূষিতা রমণী কি রমণীয়া। পিতার স্বরপুর-বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুল-কামিনী-অপহরণ! এই দণ্ডেই কেমন দুঃশাসন দেখিব; সতীত্ব-শ্বেতোৎপলে নীল মণ্ডূক কখনই বসিতে পারিবে না।"

"চড়ি আগডালে পড়িল আছাড়,
তাই ত পায়ের ভাঙ্গিলেক হাড়।"

পাঠক দেখিতেছেন—প্রথমটীতে অক্ষর সংখ্যা, মাত্রার পরিমাণ ইত্যাদি নাই, তাহা সাধারণ কথিত ভাষার অনুরূপ, গদ্যনিবদ্ধ। অথচ তাহাতে কবিতা আছে। দ্বিতীয়টি ছন্দোবদ্ধ বটে; কিন্তু তাহা কাব্য নহে। বস্তুতঃ রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য, তাহা গদ্য পদ্য উভয় সজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারে। তবে পদ্য গদ্য অপেক্ষা সুমধুর, এজন্য তদ্দ্বারা কখনও কখনও কাব্যের বাহ্য আকর্ষকতা বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সানুস্বার, বিসর্গী, সংযোগপূৰ্ব্ববৰ্ত্তী, ও দীর্ঘ স্বর গুরু; পাদান্তস্থিত স্বরের গুরুত্ব বৈকল্পিক। উচ্চারণ সময়-পরিমাণের নাম মাত্রা। লঘু স্বর একমাত্র, এবং গুরু স্বর দ্বিমাত্র। সৌভাগ্যবশতই হউক, আর দুর্ভাগ্যবশতই হউক, বাঙ্গালায় লঘুগুরু ভেদ করা হয় না। বাঙ্গালা ছন্দঃ অক্ষর সংখ্যাত। সংস্কৃতে যেরূপ অক্ষরসংখ্যাগত ঐক্যের স্থলেও লঘু গুরু অক্ষরসংস্থানের ভেদে বিবিধ ছন্দের উৎপত্তি হয়, বাঙ্গলাতে তাহা হয় না। তবে সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গলা কবিতা রচনা করিতে হইলে, লঘুগুরুভেদ অবশ্যকৰ্ত্তব্য। নব্য বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে সংস্কৃত ছন্দে কাব্যরচনা অতীব বিরল। এই গ্রন্থে আকাশ-বিষয়ক কবিতায় দোধক ও তোটক নামে যে দুইটি ছন্দ অবলম্বিত

হইয়াছে, টীকায় তাহার লক্ষণ দৃষ্ট হইবে। সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালা সাহিত্যে সময়ে সময়ে বিড়ম্বনা দৃষ্ট হয়। "ভো নভো (?) মণ্ডল ব(?)ল(?) স্বরূপ ?" এই একটি দোধকপংক্তিতে প্রশ্নচিহ্নযুক্ত ভো, ব, ও ল এই তিনটি অক্ষরে তিনটি ভুল ; তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়ের গুরুত্ব এবং দ্বিতীয়ের লঘুত্ব ছন্দঃশাস্ত্রবিরুদ্ধ। দোধকতা রক্ষা করিতে হইলে, ভো নভ কেমন হে অপরূপ, এইরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। "কে দিল তোমা(?)রে (?) এরূ(?)প রূপ",—ইহাতেও তিনটি অশুদ্ধি। 'কে দিল রে মরি এমন রূপ' বলিলে কোনও দোষ ঘটিত না।

চরণের অন্তে উচ্চারণসাম্য না থাকিলে অমিত্রাক্ষর, আর থাকিলে মিত্রাক্ষর ছন্দ হয়। ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তক। অমিত্রাক্ষরের ছন্দোরচনা, অক্ষরসংখ্যা ও যতিবিষয়ে, মিত্রাক্ষরের অনুরূপ।

পদ্যপাঠকালে নিশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ জন্য যে বিরাম করিতে হয়, তাহার নাম যতি।

মিত্রাক্ষর ছন্দ।

পয়ার।

ইহা চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দ, এবং ইহার অষ্টম বা সপ্তম অক্ষরের পর যতি পড়ে। যথা—

কোথাকার জীবে টানি	কোথা লয়ে যায়
(ক) ৮	(খ) ৬
কল কণ্ঠে সুতান-	লহরী বহি যায়
(গ) ৭	(ঘ) ৭

শব্দযোজনার সময়ে অক্ষরসঙ্খ্যাসম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে (ক)=৮, ৪+৪, বা ৩+৩+২ হইতে পারে, কিন্তু ২+৩+৩ (যথা "সেবি তোমার চরণ") বা ৩+২+৩ ("চরণ সেবি তোমার") হইতে পারে না; (গ)=৪+৩, কিন্তু ৩+৪ নহে; (ঘ)=৩+৪, কিন্তু ৪+৩ হইতে পারে না।*

এই গ্রন্থের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, মাতৃহীন শিশু, পিঞ্জরমুক্ত পাখী, ও শুক্তিতে মুক্তা পয়ার ছন্দে রচিত; লক্ষ্মণবর্জ্জন ও অপর দুই একটি কবিতার স্থানে স্থানেও এই ছন্দের উদাহরণ দৃষ্ট হইবে। "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" ও "পিঞ্জরমুক্ত পাখী"তে আট চরণে এক একটি স্তবক। প্রথমটির প্রতিস্তবকে প্রথম ও তৃতীয়, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল; দ্বিতীয় কবিতায় প্রথম ও চতুর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়ে মিল।

পয়ারের অন্তে কখনও 'রে', 'হে', 'না' প্রভৃতি শব্দের যোগ দিয়া অক্ষরসঙ্খ্যা বৃদ্ধি করা হয়। উন্মাদিনী, অযোধ্যা, ও ফুল এইরূপ পঞ্চদশাক্ষর ছন্দে রচিত। তৎসঙ্গে ষড়ক্ষর ও দশাক্ষর ছন্দের যোগে উহা মিশ্র ছন্দ হইয়া পড়িয়াছে।

লঘুত্রিপদী।

ইহার প্রতিচরণে ছয়, ছয়, ও আট অক্ষরের তিনটি পাদ। তৃতীয় পাদটি ২+৩+৩ বা ৩+২+৩ অক্ষরে রচনীয় নহে। পদে পদে মিল থাকে; কিন্তু এই নিয়মের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়। শ্মশানশীর্ষক কবিতা ইত্যাকার লঘুত্রিপদীর উদাহরণ।

দীর্ঘত্রিপদী।

লঘুত্রিপদী হইতে ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার পাদগুলি ৮, ৮, ও ১০ অক্ষরে রচিত হয়। অষ্টাক্ষর পাদে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসৃত হয়। লক্ষ্মণবর্জ্জনের ২৬—৮৫ পঙ্‌ক্তি এই ছন্দে রচিত।

লঘুচতুষ্পদী।

ইহার প্রতিচরণে তিনটি ষড়ক্ষর পদের পর সাধারণতঃ একটি অপেক্ষাধিক পাদ থাকে। যথা—

চিরসুখিজন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশে নি যারে ?

'বুঝিবারে পারে' 'দংশে নাই যারে', এইরূপে চতুর্থ পাদটীকে ষড়ক্ষরও করা যাইতে পারে।

দীর্ঘচতুষ্পদী।

ইহার প্রথম তিন পাদ অষ্টাক্ষর ও মিত্রাক্ষর, এবং চতুর্থ পাদ সাধারণতঃ ষড়ক্ষর। যথা—

'পত্নী, সুতা, সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা বিধাতার, যত সব মিছা আর,
জানিনু বুঝিনু সার গুরুর প্রসাদে।'

একাবলী।

ইহা দ্বিবিধ, এবং ইহার ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি-স্থান, আবশ্যক না হইলে প্রশস্ত।

(১) দ্বাদশাক্ষর। 'কি নাই, কি নাই', কবিতা ইহার উদাহরণ।

(২) একাদশাক্ষর। যতির পর অক্ষর-সংস্থান ২+৩ না হইয়া ৩+২ হওয়া উচিত। যথা—

'সরসী, সাগর, সরিত, মরু।'

দশাক্ষর ছন্দ।

উদাহরণ ছিন্নচঞ্চুকাক শীর্ষক কবিতা।

মিশ্র ছন্দ।

যেরূপ একাধিক রাগিণীর যোগে মধুর জংলাট রাগিণীর সৃষ্টি হয়, সেইরূপ একাধিক ছন্দের যোজনা দ্বারা ললিত মিশ্র ছন্দ রচিত হইতে পারে। অধুনা বঙ্গীয় পদ্যলেখকদিগের মধ্যে ইত্যাকার ছন্দের প্রতি পক্ষপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাববল্লীর কোনও কোনও কবিতায় পয়ার দ্বাদশাক্ষর ও একাদশাক্ষর একাবলী, এবং অন্যান্য বহুবিধ ছন্দের সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। 'লক্ষ্মণবর্জ্জন', 'সতী', 'চাতক (সেলি)', ও 'কাল' প্রভৃতি কবিতা এইরূপ মিশ্র ছন্দে রচিত। 'চাঁদ আয় চাঁদ আয়' কবিতার প্রত্যেক স্তবকে দীর্ঘত্রিপদীর প্রথম দুইটি পদ, লঘুচৌপদীর

এক চরণ, এবং একাদশাক্ষরা একাবলী দৃষ্ট হইবে। ওয়াডসোয়ার্থ হইতে অনূদিত চাতকশীর্ষক কবিতায় দুইটি স্তবকেই প্রথম আট পঙ্‌ক্তি [illegible] এবং শেষ ছয় পঙ্‌ক্তি দশাক্ষর ছন্দে লিখিত। ১ম ও ৮মে, ২য় ও ৭মে, ৩য় ও ৬ষ্ঠে, ৪র্থ ও ৫মে মিত্রাক্ষরতা। শেষোক্তে ১ম ও ২য়ে, ৩য় ও ৪র্থে, এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠে মিত্রাক্ষরতা দৃষ্ট হইবে।

ভাববল্লী-সম্বন্ধে মত

Bhávaballi—By Prasanna Kumar Guha, a poetical reader for advanced students, approved by the Central Text-book Committee.

This is meant to be a poetical reader for advanced students and, as such, the pieces embodied therein are marked by higher thoughts and superior flights of fancy than are accessible to the pigmies of the lower forms of Bengali Schools. The difficult words are explained in the foot-notes, where sometimes suggestive questions are put with a view to stimulate the thinking power of the students. The composition embraces a variety of subjects and is cast into a variety of metres; these latter being explained and illustrated in the Introduction which in itself is a valuable portion of the work.

The Indian Mirror,
September 13, 1892.

Bhávaballi, a poetical reader for advanced students of Bengali literature, is a collection of original poems written by Babu Prasanna Kumar Guha. Babu Prasanna Kumar is a thoughtful writer, and so far as we have seen the book under review, we believe it can be placed in the hands of those for whom it is expressly written. To avoid the necessity of frequent reference, foot-notes

have been introduced, explaining difficult passages and words. The preface of the book contains instructions as to the different kinds of Bengali verse. This is an excellent book and a creditable production.

Hope,

September 25, 1892.

Bhávaballi by Babu Prasanna Kumar Guha is a collection of poetical pieces intended for the grown up among our boys. The collection consists of about twenty pieces, many of which contain passages that show power of felicitous expression in poetical form. The text is elucidated by short grammatical and explanatory foot notes, which will no doubt be of considerable help to the students.

Calcutta,
6th January,
1894.
(*Sd*) Ramendra Sundar Trivedi, M. A.

ভাববল্লী। শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহ কর্তৃক প্রণীত, মূল্য ||০ আনা। প্রসন্ন বাবুর লেখা বেশ। ভাববল্লীতে স্থানে স্থানে সৌরভ দেখিতে পাওয়া যায়। "শ্মশান" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম,—

শ্মশান-অনলে, মরি একাধারে
তাপশৈত্য অধিষ্ঠান;
হায় সে অনল, পুড়ি কলেবর,
জুড়ায় নরের প্রাণ;
দৈন্য-রোগ-শোক, ব্যসন বন্ধন,
বৈর-তাপ নাহি রহে;
কিন্তু স্নিগ্ধজন, হৃদয়-ইন্ধন,
শোক বহ্নিরূপে দহে।

হিতবাদী, ২১শে পৌষ ১৩০১।